ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 October, 2020 ■ আগরতলা, ২১ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ৪ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## করোনা ঃ লকডাউন চলে গেলেও ভাইরাস যায়নি

# উৎসবের মরশুমে দেশবাসীকে সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.)।।** এখন মনে করলে হবে না যে, করোনা চলে গিয়েছে বা করোনায় কোনও ক্ষতি করবে না। মনে রাখতে হবে, লকডাউন চলে গেলেও ভাইরাস যায়নি। আমাদের উচিত হবে না, পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে দেওয়া। দেশজুড়ে উৎসবের মরশুমে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দেশবাসীকে সতর্ক করে একথাই বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দেশজুড়ে উৎসবের মরশুমে ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে নবরাত্রি। তিথি মেনে এখনও দুর্গাপুজোর শুরু না হলেও প্রথমা-দ্বিতীয়া থেকেই মণ্ডপে-মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছিল। এমনকী কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরও অনেক জায়গায় ভিড় চোখ পড়েছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে যা সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দেশবাসীকে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে করোনা টেস্টিং বৃদ্ধি বড় শক্তি। করোনার কোনও ভয় নেই, এমন ভাবলে চলবে না। এমন কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে, যাতে বেপরোয়াভাব স্পষ্ট। মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরোলে, পরিবারকেই বিপদে ফেলবেন।আমেরিকার মত দেশে করোনার সংখ্যা ফের বাড়ছে। 'এই পরিস্থিতি এখন গাফিলতির জায়গা নেই। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিনের জন্য কাজ করছেন। ভ্যাকসিন এলেই, দ্রুত সম্ভব বণ্টনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে টিকা পৌঁছনোর জন্য চেষ্টা চলছে।ওষুধ না আসা পর্যন্ত কোনওরকম ঢিলেমি দেওয়া যাবে না। উৎসব করুন, কিন্তু নিজেদের সুরক্ষার কথা আগে ভাববেন।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন দাবি করেন, 'ভারতে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় সাড়ে ৫ হাজারের করোনা আক্রান্ত। আমেরিকা, ব্রাজিলের মত দেশে এই সংখ্যা ২৫ হাজারের কাছে। ভারতে প্রতি ১০ লক্ষের মধ্যে ৮৩জনের মৃত্যু। আমেরিকা, ব্রাজিল-সহ বহু দেশে এই সংখ্যা ৬০০র কাছে। আমাদের দেশে করোনা রোগীদের জন্য ৯০ লাখের বেশি শয্যা আছে। ১২,০০০ কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র আছে। দেশে টেস্টের সংখ্যা শীঘ্রই ১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'করোনার ধাক্কা সামলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি। ধীরে ধীরে দোকান, বাজার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আইভিএফ পদ্ধতিতে প্রথম শিশুর জন্ম অরুণাচলে

**ইটানগর, ২০ অক্টোবর (হি.স.)।।** ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) পদ্ধতিতে প্রথম এক শিশুর জন্ম হয়েছে অরুণাচল প্রদেশে। আইভিএফ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তা সম্ভব হয়েছে। মা ও নবজাতক শিশু উভয়েই সুস্থ বলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে সূত্রে জানানো হয়েছে।

ইটানগরে অবস্থিত নিবা হাসপাতালের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইভিএফ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জমসন বাগড়া এবং ডা. আশিস কালে, সিনিয়র এন্ত্রায়োলজিস্ট অশ্বিনী কালে গত এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাস্তা ঘাট পরিস্কার রাখতে উদ্যোগী হবে পুর নিগম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগরতলার রাস্তাঘাট স্বচ্ছ রাখতে ও নিয়মিত নিকাশি ব্যবস্থাগুলি পরিষ্কার রাখার উপর মঙ্গলবার আগরতলা টাউন হলে আগরতলা পুরো নিগমের কাউন্সিলরদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এদিন। আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র অসুস্থ থাকার কারণে এই বৈঠক এতদিন করা সম্ভব হয়নি বলে জানান কাউন্সিলর রত্না দত্ত। এদিনে বৈঠকে আগরতলা পুর নিগমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কনস্টেবল, ক্লার্ক ও এমপিডব্লিও পদে সাড়ে চার হাজার লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৫০০টি কনস্টেবলের শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগনীতিতে স্টেট বোর্ড গঠন করে কনস্টেবল পদে এই নিয়োগ করা হবে। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ২৪ বছর হতে হবে। এক্ষেত্রে এসসি ও এসটিদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৫ বছর শিথিলযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা সাধারণের জন্য মাধ্যমিক পাশ এবং এসসি, এসটিদের জন্য অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

অপরদিকে, ম্যানপাওয়ার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট দপ্তরের মাধ্যমে ৪ হাজার এলডিসি এবং মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করে গ্রপ সি এবং গ্রপ ডি পদে এই নিয়োগ করা হবে। এলডিসি-র নিয়োগের ক্ষেত্রে কেউ টাইপ জানা না থাকলেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের ৬ মাসের মধ্যে টাইপ টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত এডহক শিক্ষকদের জন্য বয়সের ছাড় দেওয়া হবে বলেও তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডিসি এলাকায় টাউন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** মন্ত্রিসভার বৈঠকে এডিসি এলাকায় টাউন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো এডিসি এলাকায় টাউন কমিটি গঠন করার। ২০১৬ সালে দ্য ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট (এস্টাবলিশমেন্ট অব টাউন কমিটি) বিল ২০১৬ (টিটিএএডিসি বিল-০১ অব ২০১৬) পাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু অ'াতকারণবশত বিলটি কার্যকর হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজস্ব, উপজাতি কল্যাণ, শিক্ষা এবং আইন দপ্তরকে যুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করে এই বিলটিকে পর্যালোচনা করার জন্য। এই বিলটিতে কিছুটা ক্ষুদ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাসে সম্পূর্ণ ধারণক্ষমতার যাত্রী পরিবহণে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

**আগরতলা, ২০ অক্টোবর (হি.স.)।।** বাসের ভাড়া বৃদ্ধিতে সায় দিল না ত্রিপুরা সরকার। তবে, বাসে সম্পূর্ণ ধারণক্ষমতার যাত্রী নিয়ে চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, করোনা-র প্রকোপে সকল অংশের মানুষের ক্ষতি হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাস মালিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে যাত্রী বাস পরিষেবা বন্ধ রাখাও সরকার মেনে নিতে পারে না। তাই, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সম্পূর্ণ ধারণক্ষমতার যাত্রী নিয়ে বাস চালাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

তাঁর কথায়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাস যাত্রায় সম্পূর্ণ ধারণক্ষমতার যাত্রী পরিবহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের নয়া স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ওই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাই ত্রিপুরায়ও বাস পরিবহণ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজ বাস মালিক এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে বৈঠক হয়েছে। তাঁদের সমস্যা রাজ্য সরকার তাঁদের কাছ থেকেই জেনেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আশ্বাস দেন, আগামীকাল থেকে বাস পরিবহণে কোনও সমস্যা হবে না। যাত্রীরা আগের মতোই যাতায়াত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিত্র সাংবাদিকের মৃত্যু

**আগরতলা, ২০ অক্টোবর (হি.স.)।।** ত্রিপুরায় করোনাক্রান্তে সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। চিনিখরাং চ্যানেলের সাংবাদিক জিতেন্দ্র দেববর্মা আজ মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

জিতেন্দ্র দেববর্মা চিনিখরাং চ্যানেলের চিত্র সাংবাদিক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, তরুণ চিত্র সাংবাদিকের অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জিতেন্দ্র দেববর্মার প্রয়াণে আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে স্তব্ধ যান চলাচল, প্রতিবাদে অবরোধ যাত্রীদের

**আগরতলা, ২০ অক্টোবর (হি.স.)।।** টানা তিনদিন ধরে নাগেরজলা থেকে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার প্রতিবাদে আজ অফিস যাত্রীরা পথ অবরোধ করেন। ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে যান চালকরা তিনদিন ধরে যানবাহন বন্ধ রেখেছেন।

মঙ্গলবার জনৈক অফিস যাত্রী বলেন, প্রত্যেক দিন অফিসে পৌঁছতে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে যাচ্ছে। কখনও গালমন্দ শুনতে হচ্ছে, কখনও-বা অফিসে অনুপস্থিত করে দিচ্ছে। ফলে, অফিসে যাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে এভাবে বাস মালিকদের অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতেই আজ আমরা অবরোধ করেছি।

আজ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ নাগেরজলায় পথ অবরোধ করেন নিত্যযাত্রীরা। তাতে উভয় দিকে যানবাহন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অবরোধকারীদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। শেষে ত্রিপুরা সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন অফিসযাত্রীরা।

যান চলাচল বন্ধ রাখায় ক্ষুব্ধ যাত্রী সাধারণ মঙ্গলবার নাগেরজলায় পথ অবরোধ করেন। ছবি নিজস্ব।

## রহিমপুর বাজারে পাচার বাণিজ্য ঘিরে বিএসএফের সাথে সংঘর্ষ স্থানীয়দের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ অক্টোবর।।** রহিমপুর বাজারে পাচার সামগ্রী আটক করতে গিয়ে ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটেছে ব্যবসায়ী এবং বিএসএফ এর মধ্যে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বিএসএফের জওয়ানরা শূন্যে গুলি চালিয়েছে বলেও খবর মিলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত গ্রাম এবং সিমান্তবাজার রহিমপুর তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতিতে কে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিএসএফ জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে রহিমপুর বাজারের এক ব্যবসায়ীর দোকানের তল্লাশি চালায়। তাদের কাছে খবর ছিল রহিমপুর বাজারের এক ব্যবসায়ীর দোকানে পাচারের উদ্দেশ্যে প্রচুর সামগ্রী মজুত করা হয়েছে।

পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা এই সব সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার জন্যই বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালাতে যায়। তখন ঐ বিএসএফ জওয়ানদের বাধা দেয়ে দোকানের মালিক সহ কিছু লোকজন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা থেকে শুরু করে হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একসময় আত্মরক্ষার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা শূন্যে গুলি চালায় বলে জানা যায়। দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকার পাচার সামগ্রী উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রহিমপুর সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিনের নেশাজাতীয় সামগ্রীসহ মূল্যবান সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। রহিমপুর সীমান্ত পাচার বাণিজ্যের মৃগায়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মঙ্গলবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় নেতাজী প্লে ফোরামের পূজা প্যান্ডের উদ্বোধন করা হল। ছবি নিজস্ব।

## দোকানেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী ব্যবসায়ী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ অক্টোবর।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানা এলাকার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া ঘাটি পাড়ায় দোকানের ভিতরে দরজা বন্ধ করে এক ব্যবসায়ী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী ব্যবসায়ীর নাম গোপাল সরকার।

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে বিপজ্জর্যস্ত হয়ে পড়ে ঐ ব্যবসায়ী। সেই কারণেই মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে দোকানের ভিতরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ঐ ব্যক্তি। ফাঁসিতে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার সংবাদে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দামছড়ায় নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** দামছড়ার পিপলা ছড়া থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম নরেন্দ্র সিনহা। গত শনিবার থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নরেন্দ্র সিনহা এবং তার বন্ধু অঞ্জন সিনহা কবিরাজের বাড়িতে গিয়েছিল। রাতে অঞ্জন সিনহা বাড়িতে ফিরে আসললেও নরেন্দ্র সিনহা ফিরে আসেনি।সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর করে তার কোন হদিস না পেয়ে দামছড়া থানায় পরিবারের তরফ থেকে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে নরেন্দ্রপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা নিখোঁজ যুবকের উদ্দেশ্যে বের হন। দমকল বাহিনী এবং দাম চড়া পুলিশি অভিযানের সামিল হয়।অভিযান চালাতে গিয়ে পিপলা ছড়ার জল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দলের নির্বাচিত সদস্যদের অনাস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২০ অক্টোবর।।** বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে বিজেপি দল ব্যাপক হারে পঞ্চায়েত দখল করে। তেমনি উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে বিজেপি দল। বিজেপি দলের ৮ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা এবং সিপিআইএমের ৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা নিয়ে কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতটি পরিচালিত। কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল।

কিন্তু গ্রামের বাসিন্দারা হয়ত এটা ভাবেননি যে একবছরেই পঞ্চায়েত ভেঙে যাবে বা ভেঙে যাবার উপক্রম হবে।কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলেও দল কোন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যদের। কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত শব্দ কর ও উপ প্রধান আলতাব হোসেনের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন বাকি পঞ্চায়েত সদস্যরা। অভিযোগকারী পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যারা হলেন রিয়াজ আলি, নাজমা বেগম, হৃদয় দেব, ফরখানা খানম, আমিনা বেগম।

এই ৫ জন বিজেপি দলের পঞ্চায়েত নির্বাচিত সদস্য সদস্যা প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন, আর তাতেই পঞ্চায়েত বর্তমান অবস্থায় ঝুলন্ত। এই ৫ জন দলীয় হুইপ অমান্য করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নেবে দল এটা বিষয় নয়। বিষয় হলো কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতকি বিজেপির দখলে থাকবে? দুর্নীতিবাজ প্রধান ও উপ প্রধানের বিরুদ্ধে গ্রামে ক্ষোভ প্রচন্ড।পুনর ভোট হলে শাসকদল সিপিএমের কাছে নাকানি চুবানি খাবে বিজেপি দল। ঘোলা জলে মাছ শিকার করে নিয়েছেন বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। কেননা ৫৪ কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্দিনের ঘর।আজ অনাস্থা ভোটের সময়ে পঞ্চায়েতের সামনে গ্রামের মানুষের ভিড় ছিলো লক্ষণীয়।

কদমতলা ব্লকের পঞ্চায়েত অফিসার হীরা-মানিক ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনায় মৃত্যু আর্থিক সাহায্য প্রদানে তৎপরতা রাজ্য প্রশাসনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলে তা কার্যকর করার জন্য তৎপর হয়েছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল রাজ্যের আট জেলার জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে অবিলম্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাদের সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যোগ্যদের নামের তালিকা তৈরী করে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে পাঠানোর জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে অনুমোদনের পরই ওইসব পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা দিয়েছিলেন রাজ্যে করোনায় যাদের মৃত্যু হবে তাদের পরিবারকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে প্রশাসনের তরফ থেকে।

## পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনা যুবকের মৃত্যু, আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ধর্মনগর, ২০ অক্টোবর।।** আজ বিকাল তিনটায় কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পালাটানা বাজারে বোলেরো ট্রাক গাড়ি বাইক আরোহীকে সজোরে ধাক্কা মারার ফলে বাইক আরোহী সুহেল মিয়া মারাত্মক ভাবে আহত হয়।ফলে সুহেল মিয়ার পায়ে আঘাত লাগে।

এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে কাকড়াবন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়ার চেষ্টা করে।কাকড়াবন ফায়ার সার্ভিসের ল্যান্ড ফোন খারাপ থাকায় বহু কষ্টে এলাকার জনগন মোবাইল ফোনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেয়। অভিযোগ খবর পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসার আগেই এলাকার জনগন এম্বুল্যান্সের মাধ্যমে আহত সুহেল মিয়াকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাড়ি নিয়ে দেরিতে আসার অজুহাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে গাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলে। উত্তেজনা বেশি থাকায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাড়ি থেকে না নেমে গাড়ি নিয়ে উদয়পুরের দিকে চলে আসে।এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও নিয়ন্ত্রণে। খবর লেখা পর্যন্ত মামলা লিপিবদ্ধ না হলেও সূত্র মারফৎ জানা যায় এ ব্যাপারে কাকড়াবন থানা মামলা হবে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কামেশ্বরের বড়ইতল এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বাবলু শর্মা। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ বাইক এবং ঠেলা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে বাবলু শর্মা নামে ঐ যুবক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২০ ◘ ২১ অক্টোবর ২০২০ইং ◘ ৪ কার্ত্তিক ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

# শিক্ষা ব্যবস্থা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্ন চিহ্নে দাঁড়াইয়াছে। গৃহবন্দি হইয়া পড়িয়াছে ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষাঙ্গনে যাইবার সুযোগ সীমিত ।অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, পড়না ভাইরাস সংক্রমিত পরিস্থিতিতে দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশযাত্রা অনেকাংশেই বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা বাধ্য হইয়াই দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টায় ব্রতীহইয়াছে ।অতিমারি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে কতখানি পাল্টাইয়া দিতেছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইবে। বহু দিন যাবৎ দেশের সেরা মেধা বহির্মুখী; স্কুলশিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপ সম্পন্ন করিবার পরেই সর্বাধিক নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিদেশযাত্রা করেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্রম এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার পরিমণ্ডল লাভের উদ্দেশ্যেই ইউরোপ বা আমেরিকায় লেখাপড়া করিতে যান ভারতের সেরা পড়ুয়ারা। অতিমারি মানুষকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ফেলিবার পর বিদেশে পাঠগ্রহণ করিতে যাইবার সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, বিদেশযাত্রা লইয়া ভীতিরও সঞ্চার হইয়াছে। এমতাবস্থায় যাহা স্বাভাবিক, ছাত্রছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন পছন্দমতো দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছিয়া লইতেছেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বলিতেছে, বিগত শিক্ষাবর্ষগুলি অপেক্ষা এই বৎসর ভর্তির আবেদনপত্র অধিক সংখ্যায় জমা পড়িতেছে। বিগত বৎসরের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি আবেদন জমা পড়িয়াছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীদের মত, আপাতত বহু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়েই অনলাইন মাধ্যমে লেখাপড়া হইতেছে। সেইখানে ক্লাস লেকচার থাকিলেও শিক্ষার সামগ্রিক পরিমণ্ডলটি অনুপস্থিত, বিদেশি পড়ুয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট জল-হাওয়া লাভ করা অসম্ভব। এই জরুরি অংশটি বিনা যে হেতু শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষার নির্যাস পাওয়া যাইবে না, অতএব বিদেশযাত্রাও অর্থহীন। উপরন্তু, বর্তমানে দেশের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত একাধিক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নূতন চুক্তি হইতেছে। শিক্ষাক্রমের যৌথ যাত্রার সৌজন্যে স্বদেশে বসিয়াও বিদেশি শিক্ষার আস্বাদ গ্রহণ অসম্ভব নহে। অতএব পাল্টাইতেছে শিক্ষাক্ষেত্রের চেহারা।

এ যাবৎ কাল প্রশ্ন উঠিত, সেরা মেধা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হইবে কী প্রকারে? এ ক্ষণে সেই উন্নতির সুযোগের একটি দূরশিখা মিলিয়াছে। ইহা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অপরিকল্পিত ভাবেই আসিয়াছে। উদ্বাহু হইবার প্রয়োজন নাই, কেননা বহু ছাত্রছাত্রী বাধ্যতায় দেশে থাকিয়া গেলেও স্বেচ্ছায় থাকেন নাই। একই কথা চাকুরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে দেশের সেরা সম্পদসমূহের বিদেশযাত্রার পথে বাধা হইয়াছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তবে উদ্বাহু না হইলেও এই পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনাকে তাহার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া যায় কি না, তাহাই ভাবিবার। যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ যত্ন লইবার পথ কী, তাহাই ভাবিবার। শিক্ষা বা কাজের যে মান ও অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহারা বিদেশমুখী হইয়াছিলেন, দেশীয় ব্যবস্থাতে তাহার জোগান দেওয়ার কোনও পথ আছে কি না, তাহাই ভাবিবার। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিসরকে আরও বিস্তীর্ণ ও জ্ঞানমুখী করিয়া তুলিতে হইবে, যেখানে বিবিধ বিদ্যাচর্চার মিলন ঘটিতে পারে। একমাত্র তাহা হইলেই ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহ দেশে ধরিয়া রাখিবার উদ্যোগ আবার করা যাইতে পারে। এই মুহূর্তে অনলাইন শিক্ষাক্রম লইয়া ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাজেহাল দশা হইয়াছে, পুরা শিক্ষাব্যবস্থা বিশ বাঁও জলে। না ঠিক করা যাইতেছে শিক্ষাক্রম, না হইতেছে পরীক্ষা লইয়া সিদ্ধান্ত। আশঙ্কা, এই গয়ংগচ্ছ ভাব কাটাইতে না পারিলে হয়তো শিক্ষার মানোন্নয়নের আশাটি আবার নিষ্ঠুর কুহকে পরিণত হইবে। অতি মারি ব্যবস্থা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া দাবী করিলেও দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠ গ্রহণ করিবার অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে।। বিষয়টি নিঃসন্দেহে দেশের জন্য মঙ্গল জনক। প্রতিবাদের কল্যাণ এই দেশের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা এই শিক্ষাবর্ষে বিদেশযাত্রায় উৎসাহ দেখায় নি। বিষয়টি মেধাবীদের কাছে মন্দের হইলেও দেশবাসীর কাছে আশাপ্রদ। এখন দেখার বিষয় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এসব মেয়েদের ধরিয়া রাখিতে কতখানি সক্ষম।

# শিলিগুড়িতে বিসর্জন ঘাট পরিদর্শনে পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বিসর্জনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিলিগুড়ির একাধিক ঘাট পরিদর্শন করলেন পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নামবলাম, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সুমন্ত সহায় সহ পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা বিভিন্ন ঘাট ঘুরে দেখেন। আলোচনা করেন বেশ কিছু বিষয়।

মাস্ক ছাড়া ঘাটে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। স্যানিটাইজারের আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। দুটির বেশি গাড়ি নিয়ে বিসর্জনে অংশ নেওয়া যাবে না। পুজোর বিসর্জনকে ঘিরে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক ঘাটে অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। সেজন্য অন্যান্যবারের মতো এবছরও ঘাটে আঁটসাঁট পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘাটে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে বিসর্জনের পর গাড়িগুলি সূর্যসেন পার্কের সামনের রাস্তা দিয়ে বের করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ঘাটে বাঁশের ব্যারিকেড বানিয়ে ওয়ান ওয়ে করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে। নদীতে প্রতিমা বিসর্জন হওয়ার পর প্রতিমার কাঠামো আর্থমুভার দিয়ে তোলা হয়। এজন্য দুটি আর্থমুভার ঘাটে রাখা হবে। পুজোর ফুল, বেলপাতা সহ অন্যান্য সামগ্রী নদীতে ফেলা যাবে না। সেগুলি পুরনিগমের নির্দিষ্ট ভ্যাটে ফেলতে হবে। বিসর্জনের সময় নদীতে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও দমকল বাহিনী।

# শালকুমারহাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত সাইকেল আরোহী

শালকুমারহাট, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাট-শিলবাড়িহাট রাজ্য সড়কের পান দোকান এলাকায় মোটর বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মোটর বাইকটিকে আটক করেছে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বজলে মিয়াঁ(৭২)। মৃতের বাড়ি শালকুমারহাটের মন্ডল পাড়ায়। এদিন বজলে মিয়াঁ শালকুমারহাটের একটি মিলে চিড়ার ধান ভাঙাতে এসেছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে পান দোকান এলাকায় একটি মোটর বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন তিনি। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। মোটর বাইকটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

# রামায়ণী দুর্গাপূজা

সুখেন্দু হীরা

মহিষাসুরের পিতার নাম রম্ভ। মহাদেবের বরে তিনি ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র লাভ করেন। সেই বরে মহিষাসুর স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করেন। তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বলেন, আমার বরে সে আবার পুরুষের অবধ্য। চলো আমরা সবাই বিষ্ণুর কাছে যাই। বিষ্ণু নিদান দেন, নিজ নিজ স্ত্রী সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ব স্ব তেজের কাছে প্রার্থনী করতে হবে যে, এই সমবেত উৎপন্ন তেজ হতে যেন এক নারীমূর্তি আবির্ভূত হয়। সেই মতো সমস্ত দেবতাদের তেজ থেকে আবির্ভূতা হন দেবী দুর্গা। এই কাহিনি দেবী ভাগবতের। কালিকাপুরাণ অনুসারে দেবী মহামায়া মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন তিনরূপে। অষ্টদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে, ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে এবং দশভুজা দুর্গা রূপে। এতে আরো আছে, কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে গিয়ে মহিষাসুর অশান্তি করলে কাত্যায়ন মুনি অভিশাপ দেন, নারীর হাতে তার মৃত্যু হবে। এরপরে মহিষাসুর স্বপ্নে দেখেন, ভদ্রকালী তার শিরচ্ছেদ করে রক্তপান করছেন। তখন মহিষাসুর দেবীর পূজা করা শুরু করে দিলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হন। মহিষাসুর প্রার্থনা করেন যজ্ঞভাগ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে, তবে পদসেবা করার সুযোগ তুমি পাবে। আর আমার সঙ্গে তুমিও পূজা পাবে। সেই থেকে মহিষাসুরের অবস্থান দেবীর পদতলে।

সত্যযুগে পৃথিবীতে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন চন্দ্রবংশীয় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য। তখন ছিল বসন্তকাল। এজন্য এই পূজা আরাধনাকে বলে বাসন্তীপূজা। ত্রেতাযুগে রাবণ ছিলেন শক্তির পূজারী, দেবীভক্ত । তিনিও পূজা করতেন চৈমত্রমাসে (বসন্তাকাল)। রাবণের পুত্র মহীরাবণ ছিলেন যোগদ্যা মহামায়ার উপাসক। মহীরাবণের কথা বাল্মিকী রামায়ণে নেই, আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণেই আছে অকালবোধন তথা শরৎকালে দুর্গাপূজার কথা। রাবণ যেহেতু শক্তির উপাসক, তাই শক্তিকে তুষ্ট না করে রাবণকে বধ করা যাবে না। তাই রাম দেবীর অকালবোধন করেন। বোধন অর্থে জাগরণ বা উদ্বোধিত করা। রাম সমুদ্রতীরে দেবী দুর্গার পূজার আয়োজন করেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ মতে আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীতে বোধন। সপ্তমীতে রামের ধনুর্বাণে দেবীর প্রবেশ। অষ্টমীতি রাম রাবণের ঘোর যুদ্ধ। অষ্টমী ও নবমী তিনি সন্ধিক্ষণে রাবণ বধ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, এই সন্ধিক্ষণে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই জন্য সন্ধিপূজার এতো মাহাত্ম। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়নে ষষ্ঠীতে বোধন। নবমীতি রামের ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে দেবীর আরাধনা।

সে সময় সেই বিখ্যাত ঘটনা। মা দুর্গা একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন রামকে পরীক্ষা করার জন্য। পদ্মের অভাবে রাম যখন তার একটি চক্ষু উৎসর্গ করতে চান, তখন দেবী তুষ্ট হয়ে রাবণ বধের অনুমতি দেন। দশমীতে পূজা করে দেবী বিসর্জনের পর রাম রাবণকে বধ করেন।

আমাদের বঙ্গদেশে শারদোৎসবের যে মাতামাতি, তার পিছনে আছে কবি কৃত্তিবাসের অবদান। তাই কিছু কিছু দুর্গাপূজোতে অকালবোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে উপস্থিত থাকেন রাম, লক্ষ্মণ, কোথাও আবার রাবণ। এরকম কয়েকটি অভিনব দুর্গাপূজোর কথা এখানে উল্লেখ করা হল।

বেতাল হল বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি গ্রাম। সেই গ্রামে পাকিরা পরিবারের এই অভিনব মূতিতে দেবী দুর্গার পূজা হয়। পাকিরারা জাতিতে সদগোপ অর্থাৎ চাষাবাদ হল এদের মূল পেশা। পাকিরা পরিবারের দাবি, এই পূজা হয়ে আসছে ৫০০ বছরের অধিক সময় ধরে। মাঝে কিছুদিন বন্ধ ছিল। তৎকালীন পরিবারের সদস্যদের অবহেলায় দেবী রুষ্ট হন, দেবী মন্দিরের মূর্তি পূজা বন্ধ রাখতে স্বপ্নাদেশ দেন। তখন ঘটে পটে পূজা হত। পরে আবার স্বপ্নাদেশ দেন মূর্তিতে পূজা শুরু করার ।তারপর থেকে আবার এইরূপে মূর্তি পূজা শুরু হয়। পরিবারের লোকদের দাবি, এই রূপটি রামায়ণে রাম দেখেছিলেন রাম -রাবণের যুদ্ধের আদে। তৃতীয়বারের যুদ্ধের আগে রাবণ দেবী অম্বিকাকে স্মরণ করেছিলেন। তাই তৃতীয়বার যুদ্ধ রাম দেখতে পান রাবণের কাঁধে অম্বিকা। যদিও কৃত্তিবাসী রামায়ণে উলেল্খ আছে অম্বিকার কোলে দশানন। তখন রাম এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়েন যে, রাবণকে আর বধ করা যাবে না, কারণ রাবণ স্বয়ং মা অম্বিকার শরণে। তখন দেবগণ রামকে অকাল বোধনের পরামর্শ দেন। এই অভিনব মূর্তি তৈরি করেন গ্রামের মৃৎশিল্পী তপন কুমার পাল। দুর্গা এখানে রাবণের স্কন্ধে দণ্ডায়মান। ডানদিকে লক্ষ্মী, বামদিকে সরস্বতী। কার্তিক, গণেশ নেই। দশানন রাবণ কুড়ি হাতে ছড়িয়ে, হ্যাঁটু মুড়ে দেবীর বন্দনায় রত। পূজা ষষ্ঠীতে শুরু, দশমীতে শেষ। সন্ধি পূজার সময় কৃষ্ণবর্ণের ছাগ বলি দেওয়া হয়। নবমীর দিন জোড়া ইক্ষু বলি। পূজার জন্য স্থায়ী মন্দির আছে। সারা বছর মন্দিরে নিত্য সেবা হয়। ইন্দাস থানা থেকে বেতালন গ্রামে দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার।

বেতালন গ্রাম দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর দিকে অবস্থিত। দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণে বেতালন থেকেতিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমদই। এই গ্রামটি বাঁকুড়া জেলারই কোতুলপুর থানার লাউগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। এই গ্রামে দুলে বাগদি পরিবারে দুশো বছর ধরে হয়ে আসছে রাবণের কাঁধে দুর্গার পূজা। দু'পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী। দুলে বাগদি পরিবারের পদবি মাঝি। বর্তমানে বাদল মাঝির তত্ত্বাবধানে পাঁচটি পরিবার মিলে এই পূজার আয়োজন করে থাকে। জনশ্রুতি এই যে ২০০ বছর আগে এই পরিবারের সাগর মাঝি গ্রামের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের আর্দালি বা ফাইফরমাস খাটার কাজ করত। এজন্য তাকে গ্রাম দ্বারকেশ্বর নন্দী পেরিয়ে বেতালন গ্রামে যেতে হত। সে সময় দ্বারকেশ্বরে বল্লুকার দহ বলে একটা বিরাট দহ ছিল। তাতে সাগর মাঝি প্রায় মাছ ধরতে যেতেন। একদিন তিনি মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরলেন না। তিনদিন খোঁজ না পেয়ে চতুর্থ দিন স্যাবই ভেবে নেয় তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন। চতুর্থ দিন সবাই ভেবে নেয় তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন। চতুর্থ দিন তার শ্রাদ্ধ শান্তির আয়োজন করা হয়। সেদিনই ঠিক শ্রাদ্ধের আগে তিনি বাড়িতে এসে হাজির হন। স্বাভাবিকভাবেই সবাই জিজ্ঞাসা করেন, এই কদিন কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, মাছ ধরতে গিয়ে তিনি বল্লুকায় ডুবে য়ান। সেখানে তিনি মহামায়ার দর্শন পান এবং ওই তিনি দিন তিনি মহামায়ারকাছেই ছিলেন। মা মহামায়া তাঁকে বলেছেন, তিনি আর বেতালনে থাকতে চান না। সাগর সর্দার যেন তার পূজা আমদইতে শুরু করেন। সেই মতো পূজার আয়োজন আরম্ভ হয়। প্রথমে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু বারবার প্রতিমা ভেঙে যাচ্ছিল। আবার রাতে দেবী মহামায়া স্বত্মপ্ন জানান, পাশে রায় পুকুরের পাড়ে গিয়ে যে মূর্তি দেখতে পাবে, সেই রূপে যেন তাকে পূজা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভীর রাত্রে সাগর মাজি রায় পুকুরে গিয়ে হাজির হন। দেখেন জলের উপর সৌন্যদর্শনা দেবী রাবণের কাঁধে আসীন হয়ে আছেন। বর্তমান মূর্তি তৈরি করেন তরুণ কুমার পাল। ষষ্ঠীর দিন পান সুপারি দিয়ে রায়পুকুর ঘাটে দেবীকে আহ্বান জানানো হয় এবং পূজার ঘট তোলা হয়। সপ্তমীতে চালকুমড়ো বলি হয়। অষ্টমীতে পাঁঠা বলি। সন্ধিপূজার সময় দেবীর ঘটে ফুল চাপানো হয়। ফুল পড়লে নবমীতে আবার পাঁঠা বলি। দশমীর দিন বিসর্জনের আগে দেবীকে বরণ করার একটি প্রাচীন মুদ্রা আছে। এই মুদ্রাটি দ্বারকেশ্বর নদী থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বিজয়ার দিন ছাড়া অন্য কোনো সময়ে এই মুদ্রা বার করা হয় না। ষষ্ঠী থেকে দশমী এই পাঁচ দিন পূজা। কোনো স্থায়ী মন্দির নেই। প্যাণ্ডেল করে পূজার আয়োজন করা হয়। তবে একটি মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। কোতলপুর থেকে দূরত্ব 'রায় ১১ কিলোমিটার। এই প্রতিমার ছবি মধ্য কলকাতার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে দে পরিবারের পুজোয় মা দুর্গার পাশে থাকেন রামায়ণের চরিত্ররা। মাঝে যথারীতি সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। দেবীর বাম পাশে রাম ও বিভীষণ। ডানপাশে হনুমান ও লক্ষ্মণ। লকেজ স্ট্রিটের ওপর মেডিকেল কলেজের ২ নং গেটের উল্টোদিকে সুরেন্দ্র পাল পাইন লেন ধরে একটু এগিয়ে গেলে শ্রী গোপাল মল্লিক লেন। সেখানে গিয়ে কোকোলা বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। সরকারি ঠিকানা ৫৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২। আগে দে পরিবারের সুগন্ধি ও কসমেটিক্সে ব্যবসা ছিল। তাদের সেই ব্র্যান্ডের নাম ছিল কোকোলা। কোকোনটি (নারকেল) থেকে কোকোলা নামের উৎপত্তি। সেই থেকে দে বাড়ি এই নামে পরিচিত। এই সুগন্ধি তেলের ব্যবসা শুরু করেছিলেন স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে। দে পরিবারের আদি নিবাস ছিল হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে। সেখানে প্রকোপ হওয়ায় সপরিবারে চলে য়ান মেদিনীপুরের মহিষাদলে। সেখানে রাজপরিবারে কাজ নেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির এখনো আছে। তারপর তিনি কলকাতায় এসে সুগন্ধি তেলের ব্যবসা শুরু করেন। সুগন্ধি তেলতৈরি করে, শিশিতে সেই তেল ভরে নিঝেই ফেরি করতেন। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তিনি নেচে নেচে ছড়া কেটে হাওড়া জেলার বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল ইত্যাদি পাট শিল্পাঞ্চল এলাকায় তেল বিক্রি করতেন।এই তেল ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য, আলতা, সিঁদুর ইত্যাদি ব্যবসা শুরু করেন। প্রভুত পয়সা উপার্জন করেন। শ্রীগোপাল লেনে আট কাঠা জায়গা জুড়ে তৈরি করেন বিরাট বাড়ি। তিনি সেখানে দুর্গাপূজা শুরু করেন। তিনি ৯৯ বছর বয়সে মারা যান। আজ তার প্রতিষ্ঠিত পূজার বয়স ৯৮ বছর। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অকাল বোধনের কথা মাথায় রেখে এই রূপে পূজা শুরু করেন। মূর্তির প্রথম শিল্পী ছিলেন কুমারটুলির ভুবন পাল। তার বংশধর এখনো মূর্তি তৈরি করেন। বাড়িতেই মূর্তি তৈরি হয়। এ বছর করোনার কারণে কুমারটুলিতে মূর্তি তৈরি হচ্ছে। পুরোহিতের বাড়ি মহিষাদলে। তাঁরা বংশপরম্পরায় এখানে পুরোহিতগিরি করছেন। পুজোয় ফল বলি হয়। সন্ধিপূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। সারা বছর এখানে লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণ, রাস ও ও নিত্য নারায়ণ সেবা হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথের দুই পুত্র। বড়পুত্র জিতেন্দ্রনাথ দে বেহালায় তলে যান বাড়ি করে। সেখানে তিনি এইরূপ পূজা শুরু করেন। তবে সে পূজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এ বাড়িতে আছেন ছোট পুত্র রমেশচন্দ্র দে-র বংশধরেরা। তাঁরাই যৌথভাবে এই সূজার আয়োজন করে থাকেন। কোনো পালার ব্যাপার নেই। পুরো স্থাবর সম্পত্তিটা দেবত্র ট্রাস্টের অধীন। এসব তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দে (৭৮)। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার বড়গাছিয়া ধর্মতলাতে এই পূজার আয়োজন করে তাকে বড়গাচিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এবারের পূজো ৮২ বছরের। এলাকার তৎকালীন অধিবাসীরা অকাল বোধনের কথা মাতায় রেখে এইরূপ দেবীর আরাধনা শুরু করেছিলেন। পূজাতে সপরিবারের দুর্গা থাকেন, সিংহও থাকে। কিন্তু মহিষাসুর থাকে না। তার পরিবর্তে থাকে রাবণ। আর রাম থাকেন চক্ষু নিবেদনের ভূমিকায়। এছাড়া বিভীষণ, লক্ষ্মণ, যমরাজ, তিন হনুমান, সাবিত্রী, সত্যবান, যমদূতও স্থান করে নেয় মা দুর্গার সাথে। কোনো বলি নেই। সন্ধিপূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। এখানে নবমীতে কুমারী পূজা হয়। দশমীতে হয় নরনারায়ণ সেবা। এর জন্য এলাকার চাষিদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করা হয় নবমীর দিন। একাদশীর দিন বিসর্জন। বংশপরস্পরায় চক্রবর্তীর পরিবার থেকে পুরোহিতের কাজ করে আসছেন। বর্তমানে পুরোহিত সমীর চক্রবর্তী। প্রতিমা শিল্পী হলেন হাওড়া জেলার জয়পুর থানার থলিয়া গ্রামের সমীর রক্ষিত। তাঁরাও বংশপরস্পরায় এখানে প্রতিমা শিল্পী। হাওড়া জেলার থলিয়া গ্রাম প্রকৃতপক্ষে শিল্পীদের গ্রাম। মৃৎশল্পিদের সংখ্যা বেশি। এখানে পূজা হয় স্থায়ী মন্দিরে। হাওড়া স্টেশন থেকে জগৎবল্লভপুর বাসে ২৪ কিলোমিটার দূরে বড়গাছিয়া। আর হাওড়া আমতা রেলপথে বড়গাছিয়া স্টেশন থেকে দূরত্ব সাকল্যে এক কিলোমিটার। তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন অভিতাভ চক্রবর্তী। (সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

# গণতন্ত্র বনাম রাজতান্ত্রিক মানসিকতা

বরুণ দাসগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বিরামহীন জেহাদ এখন সকলের গা সহ্য হয়ে গেছে। এবার সেই একই জেহাদের রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন মরাহাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং, কোশিয়ারি। মহারাষ্ট্র সরকার এখন আনলক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। অর্থাৎ করোনা অতিমারির প্রথমে যেসব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল সেগুলি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছে। পানশালা এবং রেস্তোরাঁগুলিকে খোলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মস্থানগুলি যেমন মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার এখনও বন্ধই আছে। সেগুলি খোলার অনুমতি রাজ্য সরকার এখনও দেননি। এতে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিযারি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এই প্রবীণ নেতা এটা মানতেই পারেন না যে রাজ্যে রেস্তোরাঁ পানশালা খোলা থাকবে অথছ মন্দিরগুলি বন্ধ থাকবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে একটি ক্রুদ্ধ চিঠি লিখে তিনি জানতে চেয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী কি এমন কোনো ঈশ্বরাদেশ পেয়েছেন যে ধর্মস্থানগুলি খোলার কাজটি ক্রমাগত পিছিয়ে দেওয়া হতে থাকবে? তার পরে আরো তীব্র বিদ্রুপ করে তিমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আপনি কি রাতারাতি ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার ) হয়ে গেলেন নাকি? মনে রাখা দরকার যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়কেই স্ব স্ব পদ গ্রহণের আগে সংবিধানের নামে শুধু শপথ নিতে হয়নি, এই শপথও নিতে হয়েছে যে তিনি সর্বতোভাবে সংবিধান রক্ষা করবেন । সংবিধানের মুখবন্ধ বা প্রিঅ্যাম্বলে বলা হয়েছে যে ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে রাজ্যপাল ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে টিটকিরি দেন, বিদ্রুপ করেন, সংবিধানের প্রতি তাঁর আদৌ কোনো আনুগত্য আছে কিনা সেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কোশিয়ারির চিঠি এই ইঙ্গিতই দেয় যে মুখ্যমন্ত্রী আগে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না বলেই রাজ্যপাল মনে করেন। সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে বলতে হবে যে উদ্ধব ঠাকরে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়ার পর এখন সম্পূর্ণভাবে সংবিদান মেনে চলেছেন। আগে তিনি কী ছিলেন বা না ছিলেন সেটা এখন অবান্তর। কিন্তু রাজ্যপাল নিজে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়ার পরও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যহীন। না হলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টিটিকিরি দিতেন না।

রাজ্যপাল আরো একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছেন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর পত্রালাপ গোপনীয় সর্বসাধারণ্যে তা প্রকাশ করা যায় না । অথচ কোশিয়ারি উদ্ধব ঠাকরেকে লেখা তাঁর চিঠি সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যদি এর উল্টোটা হত, মানে রাজ্যপালের চিঠি যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উছত এবং সেই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য হত।

এবার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সংবিধানিক এক্রিয়ার কার কতটা, এ সম্পর্কে সংবিধান কী বলে সেটা দেখা যাক। সংবিদানের ১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে রাজ্যপালের ওপর। তিনি প্রত্যক্ষবভাবে বা তাঁর অধীনস্ত অধিকারিকদের দ্বারা তাঁর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

সংবিধানের ১৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাজ্যপালকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি রাজ্য মন্ত্রিসভা থাকবে।

১৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদে এ কথা বলা হয়নি। যে রাজ্যপাল রাজ্য প্রশাসনিক দৈনন্দি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। ১৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদেও একথা বলা হয়নি যে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ রাজ্যপাল মানতে বাধ্য থাকবেন (কেন্দ্রে অবশ্য ব্যবস্থা অন্যরকম কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসবার পরামর্শ মানতে বাধ্য থাকবেন, এইরকমই বলা হয়েছে। আগে অবশ্য এরকম ছিল না। আগে ছিল যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসবা থাকবে। কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি সংশোধন করেন। ওই সংশোধনে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবেন। ওই সংশোধনের ফলে রাষ্ট্রপতি কার্যত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছেন।

সংবিদানের ১৫৩ ধারায় যদিও বলা হয়েছে যে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত থাকবে কিন্তু দেশটা যেহেতু গণতান্ত্রিক সেহেতু এই ক্ষমতটা নিতান্তই প্রতীকী ক্ষমতা। আসলে প্রশাসন চালান রাজ্য মন্ত্রিসভা যাঁরা রাজ্য বিধাসনভার কাছে দায়বদ্ধ। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতে হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় মার্কেট স্টল নির্মাণ অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

# ১,১৭১ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে অসমের যোগীঘোপায় দেশের প্রথম মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্কের শিলান্যাস করলেন গডকড়ি

বঙাইগাঁও (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলার যোগীঘোপায় দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক বহুমুখি বাণিজ্য সরবরাহ কেন্দ্র (মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্ক)-এর শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ, জাতীয় সড়ক এবং ক্ষুদ্র, লঘু ও মধ্যম শিল্প মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে যোগীঘোপার অশোক কাগজ কলের ২০০ একর ভূমিতে প্রস্তাবিত মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্কের শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

'ভারতমালা পরিযোজনা'র অধীনে সড়ক, রেল, বিমান এবং জলপথের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা হবে দেশের প্রথম 'মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক'-এর বলে। এ উপলক্ষ্যে যোগীঘোপার প্রকল্পস্থলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পৌরোহিত্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ এবং গ্রাহক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, পর্যটন মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্মের পাশাপাশি বিধায়কগণ যথাক্রমে অনন্ত মালো, অশ্বিনী রায়সরকার, দীপক রাভা, অশোক সিংঘী, ঋতুপর্ণ বরুয়া সহ বহু সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭ (৩১/বি) নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হবে। এছাড়া আকাশমার্গে নবনির্মিত রূপসী বিমানবন্দর এবং গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, নদীপথে যোগীঘোপা ওয়াটার টার্মিনাল (প্রস্তাবিত) রপরা এবং মূল রেলপথের সঙ্গে তাকে সরাসরি সংযুক্ত করা হবে। প্রস্তাবিত লজিস্টিক পার্কে থাকবে প্রতিবছর ১৩ এমএমটি পর্যন্ত সামগ্রী পরিবহণের ক্ষমতা বহনকারী কাগর্যো, মজুতকরণ, সংহত কোল্ড চেনের মাধ্যমে প্রচুর সংরক্ষণ ক্ষমতা, সর্বঋতুর আবহাওয়ায় সংরক্ষণের সুবিধা, শুল্ক আদায়, পার্কিং এবং তদারকি সংক্রান্ত পরিষেবার একক মঞ্চ। এককথায় মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্কের বলে অসম হয়ে উঠবে উত্তরপূর্ব ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বহুমুখি বাণিজ্য সরবরাহ কেন্দ্রটি স্থাপন হলে যোগীঘোপা পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির আগমন ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

লজিস্টিক পার্কের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি বলেন, এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নিয়োগের সৃষ্টি হবে। ১,১৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে দুই পর্যায়ে প্রকল্পটি ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে বলে মন্ত্রী গডকড়ি জানান। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই প্রকল্প যাতে মানসম্পন্ন হয় এবং নির্ধরিত সময়ের মধ্যে রূপায়িত হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালকে প্রতি মাসে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন আরও বলেন, ভারত সরকারের ভূতল সড়ক পরিবহণ মন্ত্রালয় অসমের জন্য প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে পথ ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প রূপায়ণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এইগুলোর মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ১৯ কিমি দৈর্ঘ্যের ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সেতুর কাজ আগামী ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে শুরু করা হবে। এছাড়া, গুয়াহাটি-যোগীঘোপা সড়ককে চারলেনে গড়ে তোলার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।।

এছাড়া 'মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্ক'-এর কাছে একটি স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী গডকড়ি বলেন, বিগত সময়কালে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রালয় বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র নদে খননের মাধ্যমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর পর্যন্ত অসম থেকে পণ্যসামগ্রী রফতানির পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজকের দিনকে সমগ্র নিম্ন অসমের কাছে এক স্মরণীয় দিন বলে অভিহিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নিম্ন অসমের মানুষ এই অঞ্চলকে সরকারের কাছে অবহেলিত হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করে আসছিলেন। নিম্ন অসমে কোনও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ না থাকার ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঞ্চিত বলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকা দিয়ে এই অঞ্চলের পৃথক পরিচয় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে থেকে সক্ষম হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, অসম সরকারও রাজ্যের উন্নয়নকে নতুন গতি দিতে ২০১৮ সালে বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ওই সম্মেলনে দেশ বিদেশের ২৪০টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ৭৯ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে, বলে মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেন, প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ হলে অসমের দৃশ্যপটই বদলে যাবে। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে এই প্রকল্প। আগেকার দিনে যেমন নদীপথ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল, সেই পুরনো দিন আবার ঘুরে আসবে।

আজকের অনুষ্ঠানে ডোনার মন্ত্রী (স্বতন্ত্র) ড় জীতেন্দ্র সিং এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভিকে সিংও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করেছেন।

এদিনের কার্যসূচিতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং অশোক কাগজকলের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বরপেটার সাংসদ আব্দুল খালেক ভার্চুয়ালে যোগদান করেছিলেন।

মঙ্গলবার এসএফআই ও টিএসইউ উদ্যোগে আগরতলায় র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# মাওবাদীদের নামঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ঝাড়্গামে

ঝাড়্গাম, ২০ অক্টোবর ( হি. স.) : আবারও মাওবাদীদের নামঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালে জঙ্গল মহলের ঝাড়্গাম জেলায়।বেলপাহাড়িতে পর পর দুবার মাওবাদীদের নামে পোস্টার পড়ার পর এবার জমাবনি থানার বালিজুড়ি গ্রামের পিচ রাস্তার উপর কংসাবতী ক্যানালের সেতুর দেওয়ালে আট দশ টি মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার করল পুলিশ। আর এই পোষ্টার উদ্ধার হওয়ার পরেই গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে লাল কালিতে হাতে লেখা পোস্টার গুলিতে স্থানীয় প্রধান,ঠিকাদার,তৃণমূল নেতদের নামে পোস্টার গুলি সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় মানুষজনেরা। পাশাপাশি কিষেন জির বদালা বলে পোস্টারে লেখা হয়েছে। এদিন সকালে স্থানীয় মানুষ জনের চোখে পোস্টার গুলি পড়ার পরেই চাঞ্চল্য ছড়ায়।খবর পেয়ে পুলিশ এসে পোস্টার গুলি তুলে নিয়ে যায়।পোস্টার গুলিতে লেখ ছিল " কাপগাড়ি অঞ্চলের চোরেদের খতম তালিকা",কিষেন জির বদলা চাই," জঙ্গলমহলে চোরের রাজ খতম কর"।পোস্টারে খমত তালিকা বলে যা বলা হয়েছে সেখানে নাম রয়েছে কাপগাড়ি অঞ্চলের সরাকাটা গ্রামের পুলিশের এনভিএফ কর্মী ননিগোপাল মাহাতো,দুই ঠিকাদার বুড়িশোল গ্রামের হরেন মাহাতো,আলমপুর গ্রামের দ্বিজ প্রতিহার এবং কাপগাড়ি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি জয়দেব মল্লিক এবং কাপগড়ি গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের।পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে ননিগোপাল মাহাতো বর্তমানে রাজ্যে পুলিশের এনভিএফে চাকরি পেয়েছেন। উল্লেখ্য ২০১১ সালে ২৪ নভেম্বর মাওবাদী শীর্স নেতা কিষেন জির এনকাউন্টার হয়েছিল কাপগাড়ি অঞ্চলের বুড়িশোল জঙ্গলে।এদিন বালিজুড়ি গ্রামে যেখানে পোস্টার পড়েছে সেখান থেকে বুড়িশোল এক কিমির মধ্যে।এদিনের পোস্টার ঘিরে জঙ্গলমহলে আবারও একটা আতঙ্কের বতাবরণ তৈরি হচ্ছে।বেলাপহাড়িতে রাস্তা বন্ধের দাবিতে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছিল।যদিও পুলিশের একটা একটা অংশ মনে করছে পোস্টার গুলি আদৌ মাওবাদীদের নয়।কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা কোন চাওয়া পাওয়ার হিসেব রয়েছে এই পোস্টার ফেলার ঘটনায়।পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।পোস্টার গুলি কারা ফেলেছে এবং এর পিছনে উদ্দেশ্যই কি তা নিয়ে পুলিশ খবর নেওয়া শুরু করেছে।পোস্টার গুলি লেখার ধরন দেখে পুলিশ মনে করেছে এগুলি মাওবাদীদের নয়।

অন্যদিকে এই পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরের উপর দায় চাপিয়েছে।তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো বলেন " শিলদায় কয়েক দিন আগেই বিজেপি মিটিং করেছে।এটা পরিস্কার বিজেপির কাজ।মাওবাদী সেজে পোস্টার দিয়ে জঙ্গলমহলে সন্ত্রাশ ছড়ানোর চেষ্টা করছে।" অন্যিদিকে বিজেপির ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম বলেন " এই সরকারকে তো মাওবাদীরা এনেছিল।ছত্রধর মাহাতো তৃণমূলে রয়েছে।উনি তো জনসাধারনের কামিটির মাথায় থেকে খুন,সন্ত্রাশ করেছে।সব ড্রামা চলছে।মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে।বামদেরকে খতম করে এরা ক্ষমতায় এসেছে।এরা এবার বিজেপিকে মারবে।একই অস্ত্র এরা ব্যবহার করছে।"এর আগে স্বাধীনতা দিবসের দিন কালা দিবসের ডাক দিয়ে এবং পরে বেলপাহাড়িতে রাস্তার কাজ বন্ধের দাবিতে পোস্টার পড়েছিল।

বেলপাহাড়ির পাচপানি গ্রামে মাওবাদী নেতা মদন মাহাতোর নামে টাকা চেয়ে চিঠি গিয়েছিল তিন ব্যক্তির বাড়িতে।মাস খানের পরে ওই গ্রামেই একজনের বাড়ির সামনে গুলি চলেছিল।

সব মিলিয়ে মাঝে মধ্যেই পুরতান কায়দায় মাওবাদীদের নামে পোস্টার পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়াচ্ছে।

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন " আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।" এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান বিরবাহা সোরন টুডু বলেন " আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

# করোনার ব্যাপারে সতর্কতা শিক্ষাবিদের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : করোনার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিলেন শিক্ষাবিদ তথা ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (আইআইএসডব্লুবিএম)-এর অধিকর্তা রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার তিনি ফেসবুকে 'করোনার ভয় কোথায়?' শীর্ষক পোস্টে লিখেছেন, "গত ১৫ই জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে করোনা মৃত্যু ছিল সর্ব মোট এক হাজার। এই রাজ্যে শুরু থেকে ওইদিন পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্ত ছিল ৩৪,৪২৭। অর্থাৎ, মোট আক্রান্তের ২.৯০ু মারা গিয়েছিল। একে স্বাস্থ্য পরিসংখ্যার পরিভাষায় বলা হয়, কেস ফ্যাটলিটি রেট (সিএফআর )। গতকাল ১৯শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩,২৫,০২৮ আর মৃত্যু ৬১১৯ , অর্থাৎ মৃত্যুর হার (সিএফআর ) ১.৮৮ু।গতকাল ভারতে সমষ্টিভূত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫৯৭,০৬৩, আর সমষ্টিভূত মৃত্যু ১,১৫২৫২, অর্থাৎ সিএফআর ১.৫২ু। সোজা ভাষায়, করোনার ভীরুলেন্স বা তীব্রতা কমছে। এতেই অনেকে উচ্ছাসিত। ভাবছেন, পুজো থেকেই শুরু হোক সেই পুরাতনী জীবন।

অল্প বয়সীরা পুজোয় আনন্দ করলে, তাদের উপসর্গহীন বা সামান্য উপসর্গের করোনা হতে পারে, তা অল্প দিনে সেরেও যাবে। কিন্তু সেই সংক্রমণ বাড়ির বয়স্ক বাবা- মা , দাদু দিদিমা বা অন্য বয়স্ক আত্মীয় স্বজনে ছড়িয়ে পড়লেই বিপদ। করোনা একেবারেই বয়স্ক বান্ধব নয়। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গত ১৩ অক্টোবর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে এ যাবত যারা করোনায় মারা গেয়েছেন তাদের ৮৮ শতাংশের বয়স ৪৫ বা তা বেশি। পঁচিশ বছরের নিচে করোনায় মৃত্যু মোট মৃত্যু সংখ্যার ২ু মাত্র। ২৬ থেকে ৪৪ বছর বয়সীর মৃত্যুর অনুপাত ১০ু। দেশে এখনও করোনা মৃত্যুর ৭০ শতাংশ পুরুষ। এখনও বহু প্রজন্ম এক সঙ্গে আমরা থাকি একই বাড়িতে। করোনা সেখানে আঘাত হানছে। একটু সাবধান!'

# মাস্ক না থাকলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং-র পুজো প্যান্ডেল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দর্শনার্থীদের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): একগুচ্ছ বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে চলতি বছর হচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। তবে, তারই মাঝে সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষে উপস্থিত হয়েছে দূর্গাপুজোর শুভক্ষণের। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে দূর্গাপুজো হওয়ার কারণে একাধিক নিয়ম মেনে চলছে পুজো প্যান্ডেল গুলো। চতুর্থী থেকেই প্যান্ডেল মুখী বাঙালি। তবে,মাস্ক না থাকলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং-র পুজো প্যান্ডেল গুলো তে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও দর্শনার্থীর কাছে মাস্ক না থাকলে প্যান্ডেল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

করোনা আবহেই চতুর্থীতেই পুজো মুড়ে শহর। প্রতি বছরই থিমে নজর কাড়ে শ্রীভূমি স্পোর্টিং। কখনও মাহেশমত কখনও পদ্মাবত আবার কখনও পাটলিপুত্র থিম পুজোয় জুড়ি মেলা ভার শ্রীভূমি স্পোর্টিং- র। আর এই বছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। চলতি বছর কেদারনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং- এর মণ্ডপ। আলোকসজ্জাও প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও নজরকাড়া। করোনা আবহে একটুও ভাঁটা পরেনি শ্রীভূমি স্পোর্টিং - র পুজোয়। ভ্রমন প্রিয় বাঙালিকে কেদারনাথ দর্শন করাচ্ছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং। আর সেই কেদারনাথের টানে শ্রীভূমি স্পোর্টিং- এ চতুর্থীর দিনে হাজির হয়েছেন দর্শনার্থীরা। অন্যান্য বছরের মত ভিড় না থাকলেও করোনা আবহে চতুর্থীর দিন যথেষ্টই ভিড় রয়েছে পুজো প্যান্ডেলে। তবে, শ্রীভূমি স্পোর্টিং- র প্যান্ডেলে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে দর্শনার্থীদের স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও দর্শনার্থী মাস্ক না পড়ে থাকে তাহলে পরতে বলা হচ্ছে মাস্ক। তবেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে প্যান্ডেলের ভিতরে। যদি কোন দর্শনার্থীর কাছে মাস্ক না থাকে তাহলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ভারতীয় মজদুর সংঘ ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

# বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ১৮ জন

ঢাকা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ১৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৮ জনের মৃত্যু ফলে সেদেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৬৯৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আর ১,৩৮০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।মঙ্গলবার বিকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে এমনটাই জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আরও ১,৩৮০ জনকে নিয়ে বাংলাদেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৯১,৫৮৬ জন। গত একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৫৪২ জন রোগী। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৩,০৭,১৪১ জন। ফলে দেশটিতে এখন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৪,৪৪৫ জন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরে চিনে করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হয়।এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ মার্চ করোনাকে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।এর তিনদিন আগে ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। আর ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে বাংলাদেশ থেকে।

# পুজোর মরশুমে রেকর্ড সংক্রমণ, পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৪,০২৯ জন

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): দোরগোড়ায় পুজো। শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। তবে, পুজোর মরশুমে চতুর্থীর দিন রেকর্ড সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৪,০২৯ জন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৪,০২৯ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩,২৯,০৫৭ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,৩৮২ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২, ৮৭,৭০৭ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.৪৩ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬,১৮০ জন। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩৫,১৭০ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৪০,৭৮,৬৫১ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৩,৭৬২টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

# আগামীকাল মাধ্যমিকের রিভিউ ও স্ক্রুটিনির ফল প্রকাশ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স):করোনা আবহে চলতি বছর প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফল। গত ১৫ জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল মাধ্যমিকের ফল। আর আগামীকাল বুধবার অনলাইনে ফল প্রকাশ মাধ্যমিকের রিভিউ ও স্ক্রুটিনির এমনটাই খবর সূত্রের।

সূত্রের খবর, আগামীকাল বুধবার দুপুর ১টা থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে জানা যাবে মাধ্যমিকের রিভিউ ও স্ক্রুটিনির ফল। ৩ নভেম্বর থেকে মার্কশিট সংগ্রহ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ লাখ ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮৬.৩৪ শতাংশ পাশ করেছে। এবারে ছাত্রদের তুলনায় বেশি সংখ্যক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। ছাত্রীর হার ছিল ১২.৭২ শতাংশ। এবার প্রথম দশের তালিকায় ছিল ৮৪ জনের নাম ছিল।

# সতর্কতা প্রয়োজন সর্বস্তরে, মন্তব্য সুপরিচিত ক্লাবকর্তার

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকে সব রকম সতর্ক থাকতে হবে বলে মন্তব্য করলেন সুপরিচিত ক্লাবকর্তা তথা জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামচন্দ্র রাবনকে বধ করার জন্য দেবীর আরাধনায় সংকটকালে অকালবোধনে বসেছিলেন। খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের সভাপতি তপনবাবু বলেন, আমাদের এই পুজো রাজ্যের প্রাচীনতম অকালবোধন উৎসব। তাঁর মতে, "আদালতের রায় প্রতিটা মানুষকে মানতে হবে। মানুষকে সচেতন হতে হবে, তা নাহলে সংক্রমণ দ্রুত গতিতে ছড়াবে। যে ভাবে মানুষ করোনাবিধি না মেনে রাস্তায় চলচল করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটা ভাবা যায় না। অবশ্যই প্রতিটি পুজোর ক্লাবকে করোনা বিধি মেনে চলতে হবে। এ খানে ক্লাবের কমকর্তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। উৎসব প্রতি বছর আসবে, এই সঙ্কটকালে মানুষ যদি সচেতনভাবে না চলাচল করে, সেখানে সরকার বা আদালত কী করবে? আমি জানি না পুলিশ কতটুকু এই রকম জমায়েত সামাল দিতে পারবে। আশা করবো পুজোর ক'টা দিন প্রতিটা মানুষ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।'

# হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

## ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'—এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড—১৯—এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

## ভাগাভাগিতেই জীবনের আসল সুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" এ কথাটা মনে হয় পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন তরুণ খ্রিস্টোফারের কানে। ধনী পরিবারের মেধাবী ছেলেটা পড়াশোনা শেষ করে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, সুখের সন্ধানে। কাউকে কিচ্ছুটি বলেন না, সঙ্গে একটা ডলারও নেন না, বরং যা জমা করেছিলেন, তা দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে যান।বাড়ি থেকে বহুদূরের পরিত্যক্ত এক বাসে ঠাঁই নেন খ্রিস্টোফার। যাত্রাপথের বিভিন্ন মানুষ আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জীবনে সুখের জন্য টাকা নয়, ভালোবাসাটাই মূল। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভালোবাসার বড় আকাল ছিল সেখানে। ছিল শুধু অশ্রদ্ধা, অসম্মান আর সংঘাত। সুখের সন্ধান পেয়ে যারপরনাই খুশি তিনি। মনস্থির করেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার। সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হয় না। আসার সময় যে নদী বরফে শক্ত হয়ে ছিল, তা খরস্রোতা পানিতে ভরে যায়। আটকা পড়ে যান খ্রিস্টোফার। খেয়ে ফেলেন এক বিষাক্ত ফল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে যান, 'সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সুখ।'

খ্রিস্টোফারের একেবারে বিপরীত আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস কিশোর উইলিয়ামের। আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মালাবির প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকে সে। তার পরিবারে টাকা নেই, তবে ভালোবাসা আছে। দারিদ্র্যের কঠিন দিনগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা আছে। বন্যা আর খরায় ফসল হয় না। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তখন বেতন দিতে না পেরে পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায় উইলিয়ামের। কিন্তু এই কিশোর চায়, পরিবারকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অভাবে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে ফেলে উইন্ডমিল বানানোর কৌশল।

উইন্ডমিলের ছোট্ট একটা নমুনা বানায় উইলিয়াম। বাবাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার জন্য আমি পানি এনে দিতে পারব! অভাব-দারিদ্র্যে দিশেহারা বাবা ছেলের কথা কানে তোলেন না। এরপর ছেলে যখন সত্যিকারের উইন্ডমিল বানানোর জন্য বাবার সাইকেলটা চেয়ে বসে, বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। মা পাশে দাঁড়ান। স্থানীয় সব উপকরণ দিয়ে উইলিয়াম সত্যিকারের উইন্ডমিল বানিয়ে ফেলে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পায় পানি। যে পানিতে ধূসর মাটি হয়ে যায় চাষযোগ্য। সবুজে ভরে ওঠে চারপাশের ফসলের জমি। কিশোরের এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে মালাবির গ্রাম থেকে গ্রামে। এমনকি আশপাশের দেশেও।ভারতের দরিদ্র ও রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যুবক লক্ষ্মী চৌহানের কাছে সুখ একটু অন্য রকম। স্ত্রীকে তিনি বড্ড ভালোবাসেন। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকতে চান। কিন্তু মাসের কয়টা দিন মাসিক নিয়ে স্ত্রীকে অনেক কষ্ট সইতে হয়। এই সময়টায় সুখ না হোক, একটু স্বস্তি দিতে কাঠখড় পুড়িয়ে প্যাড বানান তিনি। অল্প দামের, যেন সব নারীই ব্যবহার করতে পারেন। কুসংস্কার আর অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি পেছনে ফেলে তাঁরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।পুরুষ হয়ে নারীর সুখ-স্বস্তি, তা—ও আবার মাসিক বা প্যাডের মতো অনুচ্চারিত বিষয় নিয়ে কাজ করায় লক্ষ্মী চৌহানকে লোকের কটু কথা শুনতে হয়। হাসিঠাট্টা চলে হরহামেশা। কিন্তু কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। মানুষের উপকারে আসা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি মেলে তাঁর। পেয়ে যান রাষ্ট্রীয় সম্মাননাও।লক্ষ্মী চাইলেই তাঁর মেশিন ও কৌশলটা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচে দিতে পারতেন। বিনিময়ে অনেক টাকা পেতেন। আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি চান, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র নারীরা এই প্রযুক্তি দিয়ে নিজেরাই প্যাড বানিয়ে বিক্রি করুক। এতে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হলো, আবার স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সুরক্ষিত থাকল। এই ভাগাভাগিতেই তাঁর সুখ।

ইনটু দ্য ওয়াইল্ড-এর খ্রিস্টোফার, দ্য বয় হু হার্নেসড দ্য উইন্ড-এর উইলিয়াম আর প্যাডম্যান-এর লক্ষ্মী সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার চরিত্র। তারা অনায়াসে মানুষের চিরাচরিত সুখের সংজ্ঞাটা বদলে দিতে পারে। এমন দুর্যোগের দিনে তো সেই সম্ভাবনা আরও প্রবল।

## নেটফ্লিক্সের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিট 'এক্সট্র্যাকশন'

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে এর আগে এক সপ্তাহে কোনো ছবি এতবার দেখা হয়নি! 'ডেইলি মেইলের' প্রতিবেদন অনুসারে, সাত দিনে 'এক্সট্র্যাকশন' পৌঁছে গেছে ৯ কোটি পরিবারের কাছে। আর নেটফ্লিক্সের কোনো চলচ্চিত্রের জন্য এক সপ্তাহে এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

ধারণা করা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে এই ছবি আরও বড় ব্লকবাস্টার হিট করবে।এই ছবির প্রধান অভিনেতা 'থর'খ্যাত ক্রিস হেমসওর্থ ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের, প্রযোজক রুশো ভাইদের ও পরিচালক স্যাম হারগেভকে একের পর এক ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করছেন, ভিডিও দিচ্ছেন।

৩৬ বছর বয়সী এই 'টেইলর রেক' ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'কী দারুণ ব্যাপার। "এক্সট্র্যাকশন" নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার প্রিমিয়ার। এই ৯ কোটি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ছবিটি থেকে যে সাড়া পেলাম, তাতে আমি ধন্য। আপনি যদি এখনো ছবিটি দেখে না থাকেন, তবে এখনই দেখুন।'

এরপর একটি ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়ে "এক্সট্র্যাকশন" এখন নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় হিট ছবি। আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের ভালোবাসি।' অন্যদিকে এই সিনেমার আরেক ভারতীয় অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পোস্ট শেয়ার করে ছোট করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এক্সট্র্যাকশন' মুক্তির আগেই নানা কারণে আলোচনায় ছিল। ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়, ক্রিসের ভাষায়, 'ওয়ার্ল টক'। ভুল উচ্চারণের বাংলা ভাষা, ঢাকা ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভুলভাবে উপস্থাপন, কোনো বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী না থাকা, ঢাকার ব্যাকড্রপে বানানো হলেও ঢাকায় শুটিং প্রায় হয়নি বললেই চলে, আজগুবি গল্পএসব নানা কারণে বাংলাদেশি দর্শক কর্তৃক ব্যাপক সমালোচিত হয় 'এক্সট্র্যাকশন'। অন্যদিকে, নেটফ্লিক্সে এই মুহূর্তে যে সিরিজটি সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমিং হচ্ছে তার নাম 'নেভার হ্যাভ আই এভার'।

এই সিরিজের মূল চরিত্র একজন ভারতীয়-মার্কিন কিশোরী।

## করোনাকালে সন্তান পালন নিয়ে জোলির চিঠি
## নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে থাকছেন, তা আমি বুঝি। আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন। এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে। এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

### হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের। ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

## মা হবেন জিজি, বাবা জায়ান

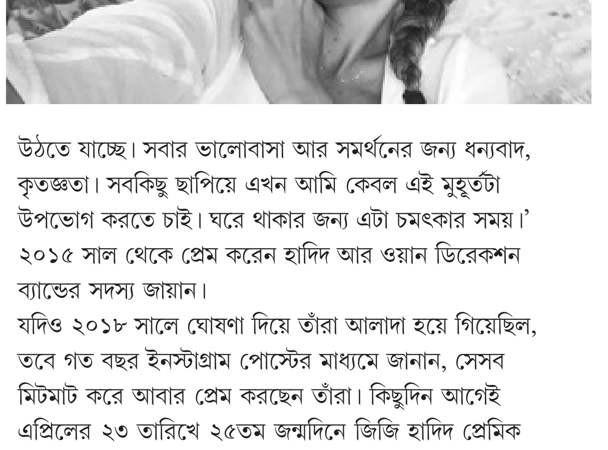

মার্কিন সুপার মডেল জিজি হাদিদ মা হতে চলেছেন। কদিন ধরেই কানাঘুষা চলছিল। সম্প্রতি জিমি ফ্যালনের 'দ্য টুনাইট শো'তে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন তিনি। দ্য হলিউড রিপোর্টারও নিশ্চিত করেছে এই খবর। ২৫ বছর বয়সী জিজির সন্তানের বাবা হতে চলেছেন প্রেমিক ২৭ বছর বয়সী ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী জায়ান মালিক। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এই জুটি। শুরুতে লুকোচুরি খেললেও জিজির ওয়ালপেপারে জায়ানের ছবি ভাইরাল হয়। পরে অবশ্য উভয়েই স্বীকার করেন এই মন দেওয়া—নেওয়ার কথা। হাদিদ ফ্যালনকে বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের ভালোবাসার রংধনু উঠতে যাচ্ছে। সবার ভালোবাসা আর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। সবকিছু ছাপিয়ে এখন আমি কেবল এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। ঘরে থাকার জন্য এটা চমৎকার সময়।' ২০১৫ সাল থেকে প্রেম করেন হাদিদ আর ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের সদস্য জায়ান।

যদিও ২০১৮ সালে ঘোষণা দিয়ে তাঁরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তবে গত বছর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে জানান, সেসব মিটমাট করে আবার প্রেম করছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই এপ্রিলের ২৩ তারিখে ২৫তম জন্মদিনে জিজি হাদিদ প্রেমিক জায়ান ও ছোট বোন বেলা হাদিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। সেই বুমেরাং ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন টু আর ফাইভ আকৃতির বেলুন হাতে নিয়ে।

এর আগে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কক্সবাজারের জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে যান জিজি হাদিদ। ইউনিসেফের আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করেন। কক্সবাজার থেকে জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি বেশ কিছু ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন।

২০১৫ সালে ২১ বছর বয়সী জিজির জীবনে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে দু-দুবার। প্রথমে মার্কিন গায়ক ও অভিনেতা জো জোনাসের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর জিজির সম্পর্ক হয় অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পসনের সঙ্গে। কিন্তু সে সম্পর্কটিরও ইতি ঘটে সেই বছরেই। একই বছরে নতুন করে সম্পর্কে জড়ান জায়ান মালিকের সঙ্গে। ৫ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি উচ্চতার জিজি হাদিদ আড়াই বছর বয়স থেকেই শুরু করেন মডেলিং

মঙ্গলবার স্কুলের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

# মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন : 'আমরা বাঙ্গালী' বিক্ষোভ প্রদর্শনে উত্তাল মালিডহর, কং-এর পৃথক ছয় ঘণ্টার ধরনায় সাড়া

মালিডহর (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে পৃথক পৃথক বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধরনা কর্মসূচিতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠেছে আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী মালিডহর এবং নিউ মালিডহর অঞ্চল।

বাঙালি নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'আমরা বাঙ্গালী'র বিক্ষোভে কেঁপে উঠেছে অসম-মেঘালয় সীমান্ত মালিডহর এলাকা। অসম-মেঘালয়ের আন্তরাজ্য সীমান্ত এলাকায় সংগঠিত আজকের ঐতিহাসিক প্রতিবাদী বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। তাঁদের ভিড়ে প্রায় দুই ঘণ্ট ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়ে পড়ে। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত মালিডহরের জাতীয় সড়কের পাশে চলে বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রায় সহস্রাধিক জনগণের উপস্থিতে প্রথমে জাতীয় সড়কের লক্ষ্মীছড়া থেকে মালিডহর সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করে মেঘালয়ে বাঙালি জনগণের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মুখরিত করে তোলা হয় গোটা অঞ্চল। পরে মালিডহরে গিয়ে জমায়েত হয়ে বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। দুপুর বারোটা থেকে দুটা পর্যন্ত সড়ক অবরোধের পর মেঘালয়ে বাঙালি জনগণের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আরও এক ঘণ্টা সময় চলে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য।

মেঘালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের পেছনে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। এমন-কি স্বাধীনতার প্রাক্কালে সমগ্র তদানীন্তন আসাম অধুনা মেঘালয়ের শিলং, জোয়াই, লাড্রিমবাই সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালিরা ছিলেন আদি বাসিন্দা। এমন তথ্য তুলে ধরে সাম্প্রতিককালে খাসি ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বে বাঙালি জনগণের উপর শারীরিক মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হেনস্তার তীব্র প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারীরা। এছাড়া বর্তমানে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে। একইভাবে মেঘালয় ও অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে মেঘালয়ে বাঙালি অত্যাচারের স্পর্শকাতর ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও উভয় রাজ্য সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে। তাই উভয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন বক্তারা।

সমগ্র বিশ্বে বাঙালি জনগণের গঠনমূলক অবদানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মেঘালয়ে শীঘ্র বাঙালি হেনস্তা বন্ধের জোরালো দাবি উত্থাপন করে বাঙালিদের অধিকার সুরক্ষিত করে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবি তুলে সরকারের সন্দেহজনক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন প্রায় সব বক্তা। মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর লাগাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে শীঘ্র নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানান বক্তারা। অন্যথায় সমগ্র বিশ্বের বাঙালি জনগণ নবরূপে চেতনা শক্তিতে জাগ্রত হয়ে মেঘালয়ের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী খাসি ছাত্র সংস্থা ও মেঘালয় সরকারে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন তাঁরা। আমরা বাঙ্গালী-র অসম প্রদেশ কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে লাগাতার বাঙালি জনগণের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে মেঘালয়ে অসংখ্য বাঙালির বসবাস ছিল। মেঘালয়ের উন্নয়ন ও বিকাশে বাঙালি জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অবিভক্ত অসমের রাজধানী শিলং থাকাকালীন সমগ্র মেঘালয়ের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সামাজিক চিরাচরিত মেলবন্ধন তথা সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালি মানুষের কৃতিত্বের ইতিহাস কখনও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ১৯৭২ সালে মেঘালয় আলাদা রাজ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর শারীরিক মানসিক, এমন-কি অর্থনৈতিক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইদানীংকালে ইস্ট খাসি হিলসের ইছামতি, ভোলাগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে খাসি ছাত্র সংস্থা বাঙালি জনগণের উপর অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। এর পরিণাম ভয়ঙ্কর ধারণ করতে পারে বলে তীব্র আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সাধন পুরকায়স্থ। আমরা বাঙ্গালী-র কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য অনিতা চন্দ, আজমল চৌধুরী, রণজয় দত্তচৌধুরী, কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা সরিফুজ্জমান লস্কর, কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমান মাঝারভুইয়াঁ, এআইইউডিএফ নেতা খলিল উদ্দিন মজুমদার, এনাম উল্লাহ, এআইউডিএফের কাটিগড়া বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক কমিটির আতাউর রহমান লস্কর, এআইউডিএফ যুব ফ্রন্টের সভাপতি জিয়াউর রহমান, আইনজীবী নাসির আহমদ মিরা, ছাত্র সংস্থা আকসা-র উপদেষ্টা রূপম নন্দিপুরকায়স্থ, কালাইন ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের হুসেন আহমেদ, আমরা বাঙ্গালী-র ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মকর্তা গোপাল দেব, জিরিবামের বাপ্পা রায়, এইচ এন মাহাতো, অসম প্রদেশ কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অমল দাস, আমরা বাঙ্গালী-র কার্যকর্তা পার্থপ্রতীম দেব প্রমুখ আজকের বিক্ষোভ কর্মচূচিতে বক্তব্য পেশ করেছেন।

সরিফুজ্জমান লস্কর হুমকি দিয়ে বলেন, বাঙালি জনগণ মানবতার দৃষ্টিতে প্রতিবাদে হিংসাত্মক পথ বেছে নেয় না। কিন্তু অত্যাচার ও বঞ্চনার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাঙালি জনগণ ক্ষেপে উঠলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই শীঘ্র বাঙালি জনগণের উপর অত্যাচার বন্ধ করে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ফিরিয়ে আনতে মেঘালয় সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সরিফুজ্জামান লস্কর। তিনি মেঘালয়ে বিগত দিনে বাঙালি জনগণের অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্নভাবে সরব হয়েছিলেন বলেও জানান।

বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালি জনগণকে নির্যাতনের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সরকারের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমানা মাঝারভুইয়াঁ। আজকের কর্মসূচিতে সশরীরে ছিলেন স্মাইল ফাউন্ডেশনের নিরুপম নাথ, জওহর পুরকায়স্থ, ধ্রুব মালাকার, মান্তু মালাকার, ত্রিশূল ফাউন্ডেশনের পূলক দাস, মৃণাল দাস, মহেশ দাস, বিট্টু দাস, প্রবীর দাস, আদিত্য দাস, সন্তোষ দাস, গৌরব দাস, চণ্ডীপুর যুব উন্নয়ন ক্লাবের সরজিৎ বৈষ্ণব, ভজন বৈষ্ণব, সুব্রত বৈষ্ণব, টিংকু বৈষ্ণব, অজয় বৈষ্ণব, জ্যোতিষ বৈষ্ণব, অঞ্জন বৈষ্ণব সহ অনেকে।

এদিকে মেঘালয়ে লাগাতার বাঙালি নির্তাতনের প্রতিবাদে আমরা বাঙালির আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন জানানোর পাশাপাশি নিউ মালিডহরে আলাদাভাবে ছয় ঘণ্টার ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে কালাইন ও কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটি। সকাল আটটা থেকে বেলা দুটা পর্যন্ত এই আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। মেঘালয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ধরনা কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেছেন কালাইন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিশাল সরকার, উপ সভাপতি জাকির হুসেন খান, কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভৈরবপুর জিপি সভাপতি দ্বীপন রায়, কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হুসেন আহমদ চৌধুরী, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মালাকার প্রমুখ।

পরে মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কাছাড়ের জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে কাটিগড়ার সার্কল অফিসার প্রাণজিৎ দেবের কাছে এক স্মারকপত্র তুলে দেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এদিনের উভয় আন্দোলনস্থলে মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে কড়া আওয়াজ তোলা হয়। প্রয়োজনে বিশ্বের সব স্থানের বাঙালি জনগণ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে রণকৌশল গ্রহণ করবে বাঙালি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জনগণ। ইদানীংকালে মেঘালয়, মিজোরাম ও মণিপুরে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে দুনিয়ার বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান সব বক্তা।

আমরা বাঙ্গালী-র মঙ্গলবারের বিক্ষোভ আন্দোলনে সরাসরি সমর্থন করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দিগরখাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, দিগরখাল যুবশক্তি ক্লাব, কালাইন ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন, কুশিয়ারকুল স্মাইল ফাউন্ডেশন, ত্রিশূল ফাউন্ডেশন, চণ্ডীপুর যুব উন্নয়ন ক্লাব, কালাইন কৃষক ক্লাব, ভৈরবপুর রবিজ্যোতি ক্লাব, আকসা ছাত্র সংস্থা, এআইইউডিএফ, কংগ্রেস সহ অন্যান্য সংগঠন।

# দেশ কাঁপানো চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড এবং ২৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় যোরহাট আদালতের

যোরহাট (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়ক এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগানে উত্তেজিত শ্রমিকদের দলবদ্ধ হামলায় বছর ৭৩-এর ডা. দেবেন দত্ত হত্যা মামলায় ৩১ জনের মধ্যে একজনকে মৃত্যুদণ্ড, ২৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে বাকি ছয়জনকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত। মঙ্গলবার যোরহাট জেলা ও দায়রা জজ রেবতী ফুকনের আদালত দেশ কাঁপানো ডা. দেবেন দত্ত হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত রায় দান করেছে।

গত ১৩ অক্টোবর জেলা ও দায়রা ন্যায়াধীশ রেবতী ফুকন চা বাগানের ২৫ জন শ্রমিককে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২/১৪৯, ৩৪২/১৪৯, ৩৫৩/১৪৮, ৩৫৩/১৪৯-এর অধীনে ডা. দেবেন দত্তকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

আজ জেলা বিচারপতি ২৫ জন দোষীর মধ্যে সঞ্জয় রাজুয়ারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এছাড়া বাকি যে ২৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন তারা যথাক্রমে সঞ্জীব রাজোয়ার, সুরেশ রাজোয়ার, অজয় মাঝি, উপেন্দ্র ভূমিজ, রাতুল রাজোয়ার, বাবলু রাজোয়ার, অনিল মাঝি, বিজয় রাজোয়ার, বলিন রাজোয়ার, দীপক রাজোয়ার, মিলন রাজোয়ার, রিঙ্কু মাঝি, মিশিলাল মাঝি, শিবচরণ মাহালি, দিবেশ্বর রাজোয়ার, কার্তিক ভূমিজ, সঞ্জয় রাজোয়ার, কালিচরণ মাহালি, রামেশ্বর ভূমিজ, শিব মাহালি, রাহুল রাজোয়ার, কালানাগ মাঝি, মনোজ মাঝি এবং রিঙ্কু বাক্তি।

প্রসঙ্গত, ডা. দেবেন দত্তকে পিটিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বাগানের ৩২ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর চার্জশিট দাখিল করেছিল পুলিশ। এদের মধ্যে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুরমা মাঝি নামের এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত বছরের ৩১ আগস্ট উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে এমালগেমেটেড প্ল্যান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেডের চা বাগান হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্তকে উন্মত্ত শ্রমিকের এক দল নৃশংসভাবে পিটিয়ে এবং শরীরের নাড়ি কেটে দিয়েছিল। আহত চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্তকে পুলিশ উন্মত্ত জনতার হাতে থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি।

সেদিনের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা অসমের পাশাপাশি মুখর হয়ে উঠিছিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের অসম শাখা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করছিল। ওইদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ই এস আই সি - ব. হাসপাতাল-ডিসপেনসারি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র প্রভৃতির ডাক্তাররা।

ডা. দেবেন দত্তের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। নিন্দা জানানোর পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। হত্যাকাণ্ডের পর ৩২ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর যোরহাটের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে মামলা পাঠানো হয় জেলা দায়রা আদালতে।

এদিকে আদালতের আজকের রায়ে নিহত চিকিৎসক দেবেন দত্তের পত্নী অপরজিতা দত্ত, প্রয়াতের মেয়ে ন্যায্য বিচার হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে বিবাদি পক্ষের কেঁসুলি অনুপ দত্ত বলেছেন, আজকের রায়দানের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। রায়ের কপি পেয়েই তাঁরা নিম্ন আদালত কর্তৃক ঘোষিত আজরের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবেন, জানিয়েছেন আইনজীবী অনুপ দত্ত।

এদিকে গণ-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসম সরকারকে রাজ্য ভিত্তিক একটি কড়া আইন প্রণয়ন করতে দাবি জানিয়েছেন মানব অধিকার তথা সমাজকর্মী ড় দিব্যজ্যোতি শইকিয়া।

# রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সাবধানতার নিয়ম মেনে উৎসব পালন করার আবেদন স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষে দোরগোড়ায় এসে গিয়েছে দুর্গাপুজো। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে ঘোরার প্ল্যানিং, পেটপুজো সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। তবে, চতুর্থী থেকেই পুজো মুডে বাঙালি। এরই মাঝে মঙ্গলবার টুইট করে পুজোর সময় রাজ্যবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সাবধানতার নিয়ম মেনে উৎসব পালন করার আবেদন স্বাস্থ্য দফতরের।

শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। ঢাকের শব্দ আলোর রোশনাই বলে দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। তবে সবকিছুর মাঝে ভুলে গেলে চলবে না অদৃশ্য ভাইরাস করোনার কথা। কারণ যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস। তবে এরই মাঝে পুজোর শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা থেকে প্যান্ডেল হপিং-এ বেরিয়ে পড়ছে শহরবাসী।

আর তাই চতুর্থীর শুভলগ্নে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে রাজ্যবাসীর জন্য টুইট করে লেখা হয়েছে," আসন্ন শারদোৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের কাছে আবেদন করছে। যে তাঁরা যেন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সাবধানতার নিয়মগুলি মেনে উৎসব পালন করেন"।

# কাঁকসায় গাছে ধাক্কা মোটরবাইকের, মৃত ১

দুর্গাপুর, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : গাছের ধাক্কায় প্রাণ গেল মোটরবাইক চালকের। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন। মঙ্গলবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার রঘুনাথপুর -মলানদীঘি রোডে জামডোবার জঙ্গলে।

জানা গেছে, মৃত যুবকের বাড়ি দুর্গাপুরে। এদিন দুপুরে দুজনে একটি মোটরবাইকে কাঁকসার জ ঙ্গ ল ম হ ( ¯ ল ব. রঘুনাথপুর-মলানদীঘি রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ওইসময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের গাছে ধাক্কা মারে। ধাক্কার শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষনা করে। এবং একজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ মোটরবাইকটিকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অনুমান বাঁকা পথে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরেছে মোটরবাইকটি।

# যুবকের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য গাজোলে

গাজোল, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : মালদার গাজোলের রাঙাভিটা কুন্ডু পাড়া এলাকায় এক যুবকের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। দিন তিনেক আগে ওই যুবক নিজের শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। সোমবার থেকে এলাকায় পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই লোকজনেরা গন্ধের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মঙ্গলবার সকালে জানলার ফাঁক দিয়ে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শোভন কুন্ডু (৩৫)। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন রকম নেশা করতেন ওই যুবক। যার ফলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। তারপর থেকে একাই থাকতেন। গত শুক্রবার তাঁকে শেষবারের মত দেখতে পেয়েছিলেন আত্মীয় পরিজনরা। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে এদিন সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বিভিন্ন কারণে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। স্ত্রী-সন্তানরাও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বিভিন্ন রকম নেশাও করতেন। বাড়ির লোক তাঁর চিকিৎসার পিছনে বহু টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু তারপরেও কোনও লাভ হয়নি। গতকাল এলাকায় পচা গন্ধ বের হতে শুরু করে। রাতে বেশি খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এদিন সকাল থেকে গন্ধের উৎস সন্ধানে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তখনই দেখা যায় শোভনের ঘর থেকে গন্ধ আসছে। এরপরই খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে প্রস্তুতি তুঙ্গে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীতে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): প্রতি বছর থেকে এই বছরের পুজোটা একটু অন্যরকম। কারণ চলতি বছর অদৃশ্য ভাইরাস করোনাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে হবে শহরবাসীকে। আর তাই করোনা আবহে এই বছর দূর্গা পুজোর প্যান্ডেলের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া একাধিক নিয়মাবলী। এরই মাঝে দোরগোড়ায় পুজো। কারণ আজ মঙ্গলবার চতুর্থী। হাতে আর বেশি সময় নেই। বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীতে।

এই বছর নিয়মের ঘেরাটোপে হচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে এই বছর দর্শকশূন্য থাকবে মন্ডপ, প্রতিটি পুজো মণ্ডপই কন্টেইনমেন্ট জোন সোমবারই পুজোর ভিড় নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্ট রায় দিয়ে জানিয়ে দেয় বড় মণ্ডপের ক্ষেত্রে ১০ মিটার আর ছোট মণ্ডপের ক্ষেত্রে ৫ মিটার দূরত্বের মধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর তাই মঙ্গলবার জোর কদমে চলছে পুজো মন্ডপগুলির সামনে ব্যারিকেড বসানোর কাজ। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রস্তুতি তুঙ্গে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীতেও। প্রতি বছরই বেলেঘাটা ৩৩ পুজো মন্ডপে ভিড় জমায় বহু দর্শনার্থীরা। তাই আগেভাগেই বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে প্রস্তুতি চলছে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীতে।

# চতুর্থীর বিকেলেই পুজো মুডে শহরবাসী

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): চারদিকের উজ্জ্বল আলোই বলে দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। পুজো মানেই ঘর থেকে বেরোতে চায় বাঙালি। চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পরেছে অনেকেই। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে মন্ডপের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না দর্শনার্থীরা। কিন্তু তাতে কি পুজো বলে কথা। আর তাই কেউ প্যান্ডেল হপিং আবার কেউ জামা-কাপড় কিনতে বেরিয়ে পরেছে রাস্তায়।

সারা বছর ধরে বাঙালি অপেক্ষার করে থাকে দূর্গা পুজোর জন্য। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিভাবে হবে পুজো আর কিভাবেই বা ঠিকঠাক বিক্রি-বাট্টা হবে সেই নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ে ছিল পুজো উদ্যোক্তা থেকে বিক্রেতাদের। যদিও পুজোর দিন এগিয়ে আসতেই হকার মার্কেট গুলোতে ভিড় জমায় শহরবাসী। ব্যতিক্রম নেই চতুর্থীর দিনও। ধর্মতলা থেকে গড়িয়াহাট পুজোর শেষ মুহূর্তের মার্কেটিং সারছে শহরবাসী। অনেকেই আবার প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকতে না পারলেও বাইরে থেকেই দেখছে প্যান্ডেল। কেউ মাস্ক পড়েছে তো কেউ পড়েনি। কারুর মাস্ক থাকলেও সেটা নয় কানে ঝুলছে অথবা গলায়। তবে শহরবাসীকে সচেতন করতে ক্রমাগত মাইকিং করে মাস্ক পড়ার আবেদন জানাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কেউ মাস্ক না নিয়ে আসলে তাদেরকে মাস্ক বিলি করছে কলকাতা পুলিশ। তবে, এক কথায় বলা যায় চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকেই পুজো মুডে শহরবাসী।

# হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে সতর্ক হওয়ার আবেদন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : উৎসবের মরশুমে সব রকম সতর্কতা নিতে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে আবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার তিনি টুইটে লেখেন, "জনস্বার্থে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে তাতে দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করতে হবে। অতিমারি করোনাকে ড়াতে দূরত্ব ও সুরক্ষার ছত্রছায়ায় পুজোর আনন্দ উপভোগ করুন। সবাই শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া এবং মাস্ক পড়ার বিষয়টি মাথায় রাখবেন। করোনার সময় এইসব ব্যাপারে সবাইকে সচেতন রাখতে স্থানীয় প্রচারমাধ্যমকেও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যান্য বছরে দুর্গাপুজোর উৎসব উদযাপনে রাস্তায় যেমন দল বেঁধে লোকে যাতায়াত করে, এবার যেন সে রকম না হয়। আদালত আশা প্রকাশ করেছে রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ প্রশাসন মানুষের কাছে এই ব্যাপারে যথাযথ প্রচার চালিয়ে বলবে তাদের নিজেদের স্বার্থেই এই সতর্কতা প্রয়োজন। নিজে থেকে সতর্ক সওয়ার কথাও সবাইকে বোঝাতে হবে।'

# রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে দু''হাজারের বেশী নতুন শয্যার ব্যবস্থা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে দু''হাজারের বেশী নতুন শয্যার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে মঙ্গলবার নবান্ন থেকে জানানো হয়। রাজ সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পুজোর মরশুমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরুরী নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে নতুন ১৬৩৯ করোনা শয্যার ব্যবস্থা করছেন।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার আগরতলায় ঐক্যতান যুব সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

## চতুর্থীতেই নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজোয় ভিড় জমিয়েছে শহরবাসী

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি স): শহর জানান দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। কোথাও ঢাকের শব্দ আবার কোথাও গানের শব্দই বলে দিচ্ছে আজ মঙ্গলবার চতুর্থী। সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষে হাজির বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আর পুজো মানেই সাবেকি থেকে থিমের লড়াই। কলকাতার অন্যতম পুরনো পুজো গুলির মধ্যে একটি নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজো। চতুর্থীতেই নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজোয় ভিড় জমিয়েছে শহরবাসী।

প্রতিবছরই পুজোর শুরুর দিন থেকেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ে শহরবাসী। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। এরই মাঝে বাঙালির মুখে ফুঁটেছে চওড়া হাঁসি। চলতি বছর ৮৮তম বর্ষে পা দিল নলিন সরকার স্ট্রিট। আর এই বছর নলিন সরকার স্ট্রিটের থিম "পুজো এবার কাঠামোতে"। নলিন সরকার স্ট্রীটের পুজোর প্যান্ডেল পুরোটাই তৈরি হয়েছে পুরনো কাঠামো দিয়ে। মাটির ঠাকুর বিসর্জনের পর যে কাঠামো পড়ে থাকে সে কাঠামো দিয়েই তৈরি হয়েছে নলিন সরকার স্ট্রীট-র পুরো প্যান্ডেল। কাঠামো পুজো দেখতে নলিন সরকার স্ট্রীটে ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী।

## বিজেপি কর্মীর মরদেহ নিয়ে অশান্তি, ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : বিজেপি কর্মীর মরদেহ পুলিশের ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার অশান্তি দেখা দেয়। বসিরহাটে পথ অবরোধের ডাক দেয় বিজেপি।

হিঙ্গলগঞ্জের মঙ্গলচণ্ডী গ্রামে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের বর্বরোচিত হামলায় মারা যান ২৩৪ নং বুথের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মন্ডল। এই খুনের ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি-র অভিযোগ, হামলা ও মৃত্যুর জন্য যোগেশগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ ওখানকার পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর ছেলেকে দায়ী করছেন।

রবীন্দ্রনাথ মন্ডলকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মঙ্গলবার সাড়ে তিনটায় তাঁর মরদেহ বিজেপি-র রাজ্য দফতরে আনার কথা ছিল। কিন্তু দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এক বিবৃতিতে জানান, "শহীদ রবীন্দ্রনাথ মন্ডলকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বিজেপির কার্যকর্তারা তাঁর দেহ আনতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে মরদেহ নিয়ে চলে যায় কলকাতা পুলিশ। এই অগণতান্ত্রিক, বর্বরোচিত, অমানবিক আচরণকে ধিক্কার জানায় বিজেপি। এই ন্যাক্কারজনক আচরণের প্রতিবাদে সমগ্র বসিরহাট জুড়ে তীব্র আন্দোলন, পথ অবরোধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

## কলকাতা মেডিকেল কলেজে আরও বাড়ছে বেডের সংখ্যা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): যত দিন বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। এরই মাঝে এসে গিয়েছে পুজো। শহরবাসী বর্তমানে মেতেছে পুজোর আনন্দে। আজ মঙ্গলবার চতুর্থী। আর এরই মাঝে আগে ভাগেই কলকাতা মেডিকেল কলেজে আরও বাড়ানো হচ্ছে করোনা বেডের সংখ্যা। মঙ্গলবার এমনটাই খবর কলকাতা মেডিকেল সূত্রে। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর থেকে রাজ্যবাসী। আর তাই সকলের কথা ভাবছে মেডিকেল কলেজ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কলকাতা মেডিকেল কলেজে আরও বাড়ানো হচ্ছে ৩০০ টি বেড। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ভারতে ৯.৬১ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৮.৬৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৬১ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৬১,১৬,৭৭১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.৩২ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ অক্টোবর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৩২,৭৯৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,৬১, ১৬,৭৭১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের ৮৮.৬৩ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,৪৮,৫৩৮ (৯.৮৫ শতাংশ)। ৫৮৭ বেড়ে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১৫,১৯৭-তে পৌঁছেছে।

## করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেলের আরও দুই চিকিৎসক

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): করোনা হানা অব্যাহত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ফের করোনা থাবা বসালো কলকাতা মেডিকেলের অন্দরমহলে। করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেলের আরও দুই চিকিৎসক। দুজনকে ভর্তি করা হয়েছে এক বেসরকারি হাসপাতালে মঙ্গলবার এমনটাই খবর কলকাতা মেডিকেল সূত্রে।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতা মেডিকেলের বহু চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মী। ফের করোনা হানা দিল কলকাতা মেডিকেলে। এবার করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেলের দুই বিভাগীয় প্রধান।

হাসপাতাল সূত্রে খবর,কলকাতা মেডিকেলের করোনা আক্রান্ত দুই চিকিৎসক এর মধ্যে একজন কলকাতা মেডিকেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার। জানা গিয়েছে ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের করোনার পাশাপাশি রয়েছে ডেঙ্গির সংক্রমণও। বর্তমানে ওই দুই চিকিৎসককেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে এক বেসরকারি হাসপাতালে।

## কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ( হি স): এসে গিয়েছে পুজো। কিন্তু অন্যদিকে চিন্তা বাড়াচ্ছে আবহাওয়া। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টির জেরে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নচাপের। যার জেরে আজ মঙ্গলবার বিকেল থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। যদিও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি নিম্নচাপের অভিমুখ ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলাঙ্গনা। কিন্তু তবুও নিম্নচাপের জেরে পড়তে পারে কলকাতার উপরে। তবে, শুধু আজ চতুর্থী নয় আগামীকাল পঞ্চমীর সকাল থেকে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। পঞ্চমীর পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা ষষ্ঠী, সপ্তমীতেও।

## রাজ্যপাল ধনকরকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ শেখ হাসিনার

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনারকে নিয়ে রাজভবনে ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ পেশ করেন। রাজ্যপাল টুইটে একথা জানিয়ে লিখেছেন, পারস্পরিক স্বার্থের কিছু বিষয় নিয়ে তাঁদের কথা হয়। এদিন জার্মানির কলকাতার কনসাল জেনারেল মানফ্রেড অস্টারও রাজ্যপাল ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন।

## এবার কাগজের প্রতিমা হাতিবাগান সার্বজনীনে, চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ

কলকাতা,২০ অক্টোবর ( হি স): হাতে আর একদম অল্প সময়। কারণ আজ মঙ্গলবার চতুর্থী। সেজে উঠেছে কলকাতা। কারণ চতুর্থী মানেই পুজোর শুরু। জোর কদমে চলছে প্যান্ডেলের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ঝড়ের গতিতে কাগজের প্রতিমার শেষ মুহূর্তের কাজ সারছে হাতিবাগান সার্বজনীন।

কলকাতার পুজো মানেই উত্তর থেকে দক্ষিণ সাবেকি থেকে থিমের লড়াই। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো একাধিক নিয়ম মেনে। আর তাই খুব দ্রুত গতিতে শেষ মুহূর্তের কাজ সারছে হাতিবাগান সার্বজনীন। এই বছর হাতিবাগান সর্বজনিনে গড়ে উঠছে কাগজের প্রতিমা। বাঁশের উপর কাগজ দিয়ে তৈরি হয়েছে হাতিবাগান সর্বজনীনের সম্পূর্ণ মণ্ডপ সজ্জা। আর মন্ডপের ভিতরে রয়েছে সম্পূর্ণ কাগজ দিয়ে তৈরি প্রতিমা। চতুর্থ দিন জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

## রাজ্যে মেডিক্যালের আসন বেড়েছে, টুইটে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যে মেডিক্যালের আসন বেড়েছে বলে টুইটে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, ২০১৯-এর জুন পর্যন্ত রাজ্যে ১৮টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল যার মধ্যে ১৩টি সরকারি, ১টি বেসরকারি ও একটি কেন্দ্রীয় সরকার চালিত সংস্থা। রাজ্যে আসন সংখ্যা ছিল ২৬০০। তা বেড়ে হয় ৩২৫০। সম্প্রতি তা আরও বেড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বাংলার প্রাণবন্ত পড়ুয়ার জন্য এখন এমবিবিএস-এ প্রায় ৪ হাজার আসন হয়েছে। পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০০ আসন ও গৌরী দেবী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও ১৫০ আসন যুক্ত হল।

## বিজেপি কার্যকর্তাকে হত্যার প্রতিবাদ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : বিজেপি কার্যকর্তাকে হত্যার প্রতিবাদ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

মঙ্গলবার দুপুরে তিনি টুইটে লেখেন, এই হত্যা করেছে টিএমসি-র গুন্ডারা। পুলিশ বাদে সকলেই জানে হত্যাকারী "কে"? স্বাধীনতা সংগ্রামীদের "রক্তে রাঙা" বাংলার এই পবিত্র ভূমিকে তৃণমূল যতই অশান্ত করার চেষ্টা করুক সুদিন ফিরবেই, ২০২১-এ মানুষ ব্যালটে এর যোগ্য জবাব দেবে।

## করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে ফের লকডাউনের পথে হাঁটল আয়ারল্যান্ড

ডাবলিন, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে ফের লকডাউনের পথে হাঁটল আয়ারল্যান্ড। স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাত থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য দেশে লকডাউন কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেছেন আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিশেল মার্টিন। সেই সঙ্গে নাগরিকদের 'ঘরে থাকার' নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ইউরোপ জুড়ে আছড়ে পড়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। দেশটিতে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ৩১ জন। আর করোনায় মারা গেছেন ৭৭ জন। কিছুদিন আগেও দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা এক অঙ্কের ঘরে ছিল। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য তড়িঘড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় নয়, এমন সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। সীমিত পরিসরে পানশালা ও রেস্তোরাঁ খোলা থাকলেও শুধুমাত্র পানীয় কিংবা খাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। মাত্র ২৫ শতাংশ গণপরিবহন চলাচল করবে। যাতে মানুষ তাদের জরুরি কাজকর্ম সেরে নিতে পারেন। তবে স্কুল-কলেজ সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। জাতির উদ্দেশে দেওয়া টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মিশেল মার্টিন বলেছেন, '৬ সপ্তাহের লকডাউন চলাকালীন প্রত্যেক নাগরিককে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। একমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বাইরে বের হতে পারবেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবেন। বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে নাগরিকরা ব্যায়াম করতে বের হতে পারবেন। এই নিয়ম অমান্য করলে দিতে হবে জরিমানা।

## সর্বশক্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২০ অক্টোবর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিহারে জোরকদমে চলছে প্রচার। পূর্ব ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যকে দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আরজেডি।তাই জনসভার পাশাপাশি নির্বাচনী বাকযুদ্ধ অব্যাহত।বিজেপিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে তেজস্বী জানিয়েছেন, "আমি যদি অনভিজ্ঞ হই তবে কেন তোমরা (বিজেপি) সমস্ত শক্তি দিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে? এর থেকেই প্রমাণিত তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।তবে কি নীতীশ কুমারের ভাবমূর্তি আর কাজ করছে না? বিশ্বের বৃহত্তম দল হয়েও বিজেপির কোন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নেই।তারা আমার বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি দিয়ে নেমেছে। কিন্তু আমি একা। তারা আমায় অনভিজ্ঞ বলে চলেছে। কিন্তু আমি বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছি।পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ৫০ বছরের সমান।" মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিহারে উপস্থিতি নির্বাচনে যে কোনো প্রভাব ফেলবে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তেজস্বী যাদব। রাজ্যে বিজেপি যে ক্ষমতায় আসবেন না তাও সাফ জানিয়েছে লালু পুত্র। উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস সহ রাজ্যের অন্যান্য ছোট দলকে নিয়ে মহাজোট গড়ে তুলেছে আরজেডি। এই মহাজোটকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তেজস্বী নিজে।

## হায়দারাবাদের বন্যায় আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি. স.): বন্যা বিধ্বস্ত তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদের পাশে দাঁড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন বন্যা বিধ্বস্ত হায়দারাবাদের পাশে রয়েছে দিল্লিবাসী।হায়দরাবাদের ত্রাণকার্য চালানোর জন্য তেলেঙ্গানা সরকারকে ১৫ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করবে দিল্লির সরকার।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বন্যায় বিধ্বস্ত হায়দরাবাদ।দিল্লির জনগণ হায়দারাবাদের ভাই ও বোনদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।ত্রাণকার্য সাহায্যে তেলেঙ্গানা সরকারকে ১৫ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য করবে দিল্লির সরকার।হায়দরাবাদের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। কেজরিওয়ালের এই ঘোষণায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী।

## করোনা-র লাগামহীন বৃদ্ধি পুনরায় লকডাউনের পথে হাঁটছে মণিপুর

ইমফল, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : মণিপুরে সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। করোনা-র হঠাৎ লাগামহীন বৃদ্ধির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে মণিপুর সরকার, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ-বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ বলেন, লকডাউন-পরবর্তী ছাড় দেওয়ায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যায় হঠাৎ করে মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা-র নির্দেশিকা মানুষ মোটেও গ্রাহ্য করছেন না। ফলে, গত কয়েক দিনে করোনা-র প্রকোপ যথেষ্ট উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার করোনায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত এলাকাগুলি ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে। সেখানে পুনরায় লকডাউন চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে। মূলত জননিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাতে সংক্রমণ ছড়ানো এড়ানো যাবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, করোনা-র বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে মণিপুরের মুখ্যসচিব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং আইসিএমআর-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। আবারও লকডাউন চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে মণিপুর সরকার। গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরে নতুন করে ৩১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮৫ জন সাধারণ নাগরিক এবং ৩০ জন নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন।

এখন পর্যন্ত মণিপুরে ১৫,৭৭৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১,৯১৩ জন সুস্থ হয়েছেন। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও একজন করোনাক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

### শয্যার ব্যবস্থা

পাচের পাতার পর

এই বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণগুলো সবই হবে সরকারি হাসপাতালে, সরকারি ব্যয়ে এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে।

এছাড়াও, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ৫৩৫টি আইসিইউয়ের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য। এগুলিও রোগীদের নিখরচায় চিকিৎসা দেবে। মোট ২১৭৪টি শয্যা এইভাবে আয়োজিত হচ্ছে। এর বাইরে বেসরকারি ক্ষেত্রেও কয়েকশো শয্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে এই মরশুমেই। এই বৃদ্ধি কার্যকর হয়ে যাবে এই পুজো মরশুমে, মাসখানেকের মধ্যে।

### অনাস্থা

● প্রথম পাতার পর

ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট কূর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আজ বেলা ১২ টা নাগাদ বিজেপি দলের বাকি পাঁচ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ও এক পঞ্চায়েত সদস্যার উপর অনাস্থা আনেন। প্রশাসনিক আধিকারিক ও পঞ্চায়েত অফিসাররা বেরিয়ে আসতেই চিত্র পরিস্কার হয়ে যায়। উপ প্রধান আলতাফ হোসেন বড় গলায় গ্রামের মানুষের সামনে বললেন,এরা আমাদের উপর অনাস্থা এনে বিজেপিকে হারিয়েছে।

এরা সিপিএমের ইন্ধনে কাজ করছে। এরা যে বিজেপি নয় আজ তা প্রমাণ হলো।অপরদিকে অনাস্থা আনা বাকি পঞ্চায়েত সদস্যরা জানান, উনার বিজেপিতে আছেন ও থাকবেন, তবে দুর্নীতিবাজদের তারা প্রশয় দেবেননা।তাদের অভিযোগ, মসজিদের রাস্তার টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে এক বছরে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার দুনীতি হয়েছে কূর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতে।বার বার দলীয় নেতৃত্বদের কাছে অভিযোগ করেও লাভ হয় নি,তাই তারা অনাস্থায় যেতে বাধ্য হয়েছেন।তবে প্রধান ও উপপ্রধানকে এরা কোন ভাবেই মেনে নেবেনা।কাজেই বলা চলে পঞ্চায়েত হারাচ্ছে বিজেপি।কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের জল এখন কোন দিকে গড়ায় এটাই এখন দেখার বিষয়।

### প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

লকডাউন না থাকলেও, ভাইরাস চলে যায়নি। করোনা ভাইরাস এখনও আছে, এটা মনে রাখতে হবে।'

উল্লেখ্য, আপাতত দেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী। এমনকী মঙ্গলবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত চব্বিশ ঘণ্টায় ভারতে ৪৬,৭৯০ জন নয়া আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। যা গত তিন মাসে দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে সর্বনিম্ন। একইসঙ্গে সুস্থতার হার বেড়েও ৮৯ শতাংশ ছুঁইছুঁই। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই উৎসবের মরশুমে বেপরোয়া মনোভাবের জেরে সংক্রমণ লাগামছাড়া হয়ে যাক, তা একেবারেই চাইছে না সরকার। মুলত কেরলের ওনাম উৎসবের পর সংক্রমণ যেভাবে লাগামছাড়া হয়েছে, তা থেকেই আগাম সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর।

### মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন নিয়োগ নীতি-২০১৮'র কিছু সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতি অনুসারে ৮৫ নম্বর থাকবে লিখিত পরীক্ষার জন্য এবং ১৫ নম্বর থাকবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। ম্যানপাওয়ার এবং প্ল্যানিং দপ্তর নিয়োগের জন্য জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করা হবে।

### অরুণাচলে

● প্রথম পাতার পর

বছর ধরে সম্মিলিত ভাবে এ ব্যাপারে কাজ করেছেন। গর্ভধারণের যাবতীয় প্রক্রিয়া নিবা হাসপাতালেই সম্পন্ন হয়েছে। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহিলাটি গর্ভ ধারণ করেছিলেন। আজ তিনি ফুটফটে এক শিশুসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা ও নবজাতক পুরোপুরি সুস্থ, জানান আধিকারিকটি।

### মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

প্রেস ক্লাব এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন শোক প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় প্রথম কোনও সাংবাদিকের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে প্রেস ক্লাব এবং জার্নালিস্ট ইউনিয়ন গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। প্রসঙ্গত, প্রয়াত জিতেন্দ্র দেববর্মা স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ অনেক আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন।

### অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে তার বন্ধু অঞ্জন সিনহা জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

### সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ত্রটি-বিচ্যতি পরিমার্জন করে মন্ত্রিসভায় আনা হয় এবং আজকে এই বিলটির অনুমোদন দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এই বিলটি এখন রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে। তারপর এর নোটিফিকেশন বের করবে এডিসি প্রশাসন।

### বাসে

● প্রথম পাতার পর

করতে পারবেন। তবে, এ মুহূর্তে ভাড়া বাড়ানো হবে না। তিনি বলেন, ভাড়া বৃদ্ধির জন্য কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সুপারিশ মেনে ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। তবে এতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে, বলেন তিনি।

### পৃথক

● প্রথম পাতার পর

গুরুতরভাবে আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

### ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

### নিগম

● প্রথম পাতার পর

কমিশনার ডঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাদের ওয়ার্ডে কাজকর্ম নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করেন।

## কঠিন সব সিদ্ধান্ত কেন আদালতকে নিতে হবে, প্রশ্ন তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি. স.) : সব কিছুর জন্য আদালতে যেতে হবে কেন? পুজোর বিধিনিষেধ নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের পর মঙ্গলবার এই প্রশ্ন করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

টুইটে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে কঠিন সব সিদ্ধান্ত কেন আদালতকে নিতে হবে? দূষিত দিল্লিতে ডিজেল ইঞ্জিন নিষিদ্ধ করা থেকে রাম জন্মভূমি ভেঙে মীর বাঁকির মসজিদ নির্মাণ, আর এখন করোনার আবহে কলকাতার পুজোমন্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্ত কেন আদালতকে নিতে হবে? করোনার প্রকোপ কমলে সিএএ-র রূপায়ণ নিয়ে কেন্দ্র ফের উদ্যোগী হবে। শিলিগুড়িতে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা সোমবার এই মন্তব্য করেছেন। মঙ্গলবার তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, নাড্ডা জানিয়েছেন সিএএ-র বিধি তৈরি হচ্ছে। করোনার প্রকোপ কমলে এটার রূপায়ণে কেন্দ্র উদ্যোগী হবে। যে সব হিন্দুর পূর্বপুরুষদের মুসলিম অধ্যুষিত থেকে একসময় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকে নাড্ডার এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমিও ওনাকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে একটু দ্রুত ব্যবস্থা নিতে। এই প্রসঙ্গে অপর একজনের টুইটের জবাব দিতে গিয়ে তথাগতবাবু লিখেছেন, গোটা দেশ হিন্দু-মুসলিম দু'ভাগে বিভক্ত। দু'পক্ষের বিরোধে কোটি কোটি লোক খুন-ধর্ষিতা-নিঃস্ব হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হিন্দুদের অধিকাংশকেই বার করে দিয়েছে। বাঙালি হিন্দুরাই এর বেশি শিকার।

াঙ্গন

# গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।"আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।"

NIQ is being invited for following items:-
Details of Item Required

| Sl No. | Details of Item Required | Quoted Rate per unit including All Tax/GST (Rs both in figure and words) | TOTAL (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Computer Set including Monitor, Keyboard, Mouse, CPU, UPS (HP) | Rs. (Rupees……………………)only | |

Details of Specification

| Sl No | Details of Specification |
|---|---|
| 1. | Monitor- HP (18.5 inch) |
| 2. | RAM (8GB) |
| 3. | Hard Disk (1 TB) |
| 4. | Processor- Intel (I-5) |
| 5. | Operating System- Windows 10 (64 Bit) |

NB: - All details can be seen in the office of the undersigned. All requisite documents to be submitted
along with bid for eligibility of bidder. For any quarry please contact 8415085 undersigned (office hours & working days only)
ICA/C-1885/2020-21

(Dr. A hiji Das)
Block Development officer Jolaibari RI)
Block, South Tripura

**PNIT No:- 23/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21**
Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

| Sl. No. | DNIT No | Estimated Cost | Deadline for online biding |
|---|---|---|---|
| 1 | 92/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 6,32,939.00 | Up to 15.00 Hrs on 03.11.2020 |
| 2 | 93/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 6,49,680.00 | |
| 3 | 100/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 4,98,582.00 | |
| 4 | 101/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 7,14,543.00 | |
| 5 | 102/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 9,50,195.00 | |
| 6 | 103/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 9,64,659.00 | |
| 7 | 104/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 23,21,046.00 | |
| 8 | 105/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 23,21,046.00 | |
| 9 | 106/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 | ₹ 23,21,046.00 | |

All detai s can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.trinuratenders.eov.inatfree of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov.in for any query please contact :- 03823-224-812
For and on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C-1890/2020-21
`Conserve Water andSave Life'

(Er. T. Chakma) Executive Engineer
DWS Division, Belonia Belonia, South Tripura

**PNIT No:- 21/PNIeT/EE/DWSTBLN/2020-21**
Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

| Sl. No. | Description | Estimated Cost | Deadline for online biding |
|---|---|---|---|
| 1 | Drilling & Development of 8 (Eight) Nos. Deep Tube Wells in different locations of South Tripura District with Contractor's own Reverse Circulatory Normal Power Drilling Rig and other machineries, equipments under DWS Division, Belonia during the year 2020-21 (2nd Call). **DNIT No: 29/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21** | ₹ 59,99,084.43 | Up to 15.00 Hrs on 02.11.2020 |
| 2 | Drilling & Development of 08 (Eight) Nos. Deep Tube Wells in different places of South Tripura District with Departmental Direct Rotary Hydraulically operated Normal Power Drilling Rig (LMP DR-1500) and contractors own Air Compressor & other machineries, equipments under DWS Division, Belonia during the year 2020-21 (2nd Call). **DNIT No:49/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21** | ₹ 52,97,171.51 | |

All details can be seen in the ocr-ce of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.trinuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov.in for any query please contact :- 03823-224-812
For and on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C-1892/2020-21
'Conserve Water andSave Life'

(Er. T. Chakma) Executive Engineer DWS Division, Belonia Belonia, South Tripura

**NOTICE INVITING e-TENDER :19/EE/WRD-I/e-tender/2020-21 Dated: - 15-10-2020**
The Executive Engineer, Water Resource Division No-I, Kunjaban, Agartala, Tripura. invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central 8, State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-11-2020 for the following work:-

| SL. No. | Name of Work. | Estimated Cost. | Earnest Money. | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIeTNo:85/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.14,04,552.00 | Rs.14,046.00 | 2(Two)months |
| 2. | DNIeTNo:86/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.12,79,44900 | .Rs.12,794.00 | 2(Two)months |
| 3. | DNIeTNo:87/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.12,05275.00 | Rs.12,053.00 | 2(Two)months |
| 4. | DNIeTNo:88/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.11,68,527.00 | Rs.11,685.00 | 2(Two)months |
| 5. | DNIeTNo:89/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.10,98,039.00 | Rs.10,980.00 | 2(Two)months |
| 6. | DNIeTNo:90/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.10,31,216.00 | Rs.10,312.00 | 2(Two)months |
| 7. | DNIeTNo:91/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2020-21. | Rs.9,05,992.00 | Rs.9,060.00 | 6(Six)months. |

Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 12-11-2020 and Time and date of opening -f bid at 16.00 Hrs. on 16-11-2020 if possible.
Notes:-For more details kindly visit :https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1895/2020-21

Executive Engineer Water Resource Division
No-I Kunjaban, Agartala, Office Phone
No.0381- 235-0206

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/PNIeT/EETWD/SBM/DIV/2020-21 Dated- 12-10-2020.**
The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02/11/2020 for the following work:-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT NO- 08/NIT/SE-III/R/2020-21 | Rs.46,38,526.55 | Rs.46,385.00 | 06 (six) months | Up to 15.00 Hrs on 02.11.2020 | At 15.00 Hrs on 03.11.2020 | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

For more details kindly visit: litips://tripuratenders.gov.in. Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.govin. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@amail.com.
For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C- 1897/2020-21

Eecutive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B) Sabroom,
South Tripura.

# মেসি নয়, সর্বকালের সেরা মারাদোনা: কানাভারো

রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে অনেকে ইতিহাসের সেরা হিসেবেও দেখেন। বার্সেলোনা তারকার জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ ফাবিও কানাভারোও; তবে সবসময়ের সেরার প্রশ্নে দিয়েগো মারাদোনাকে বেছে নিলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই আর্জেন্টাইনের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন কানাভারো। বর্তমানে চায়নিজ ক্লাব গুয়াংজু এভারগ্রান্দের কোচের দৃষ্টিতে মেসি হলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার, আর ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মারাদোনা সর্বকালের সেরা।

"আমি মেসিকে অনেক শ্রদ্ধা করি। নতুন প্রজন্মের জন্য সে অন্যতম সেরা, কিন্তু মারাদোনার কথা আলাদা কারণ তখনকার ফুটবল ছিল অন্য ধরনের। প্রতিপক্ষ তাকে প্রচুর লাথি মারত, কিন্তু সে সবসময় নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখত।"

"মেসি শীর্ষেই আছে, তবে মারাদোনা অন্য জগতের। আমি কখনই তাকে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করি না।"

পেলের খেলা দেখেননি ৪৬ বছর বয়সী কানাভারো। তাই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিকে বিবেচনায় আনেননি ২০০৬ বিশ্বকাপ ও ওই বছরের ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী এই সাবেক ডিফেন্ডার।

"আমি কখনও পেলের খেলা দেখিনি, তবে মারাদোনার খেলা দেখেছি। সাত বছর ধরে তার প্রতিটা ম্যাচ দেখেছি। সে অন্যতম সেরা নয়, সেই সেরা।"

বার্সেলোনার হয়ে একটি করে কোপা দেল রে, কোপা দে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতা মারাদোনা ক্লাব ক্যারিয়ারে সেরা সময় কাটান নাপোলিতে। ইতালিয়ান দলটির হয়ে দুটি সেরি আ ও একটি করে উয়েফা কাপ, ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জেতেন তিনি।

ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসির অর্জন অনেক। বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ৩৪টি শিরোপা জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। তবে জাতীয় দলের হয়ে এখনও জিততে পারেননি কিছু।

# রোনালদোর চোখে ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য ছিল যাদের

খেলোয়াড়ী জীবনে তাদের প্রাপ্তি অনেক। কিন্তু একটি অপূর্ণতা রয়ে গেছে, কখনও জেতা হয়নি ব্যালন ডি'অর। এমন পাঁচ জন সাবেক খেলোয়াড়ের কথা বলেছেন রোনালদো, বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারটা যাদের প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি।
রোনালদো নিজে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন দুইবার, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনবার, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। তার মতে, ইতালির বিশ্বকাপজয়ী দুই ফুটবলার আলেস্সান্দ্রো দেল পিয়েরো ও ফ্রান্সেসকো তত্তি, দেশটির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনি, স্পেনের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড রাউল গনসালেস ও ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী রবের্তো কার্লোসের ব্যালন ডি'অর না পাওয়াটা ছিল অন্যায্য।সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম লাইভে দেল পিয়েরোর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের এমন ভাবনার কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রোনালদো।

Single bid percentage rated e-tender are invited for the following work:

| Sl. No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Deadline for online bidding | Tender fee | Place, Time and date of opening of online Technical bid | Website for online bidding | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water supply arrangement within AMC North Zone under AMRUT/ Supplying & installation of submersible pump motor with all electrical accessories and other allied works at Paschim Bhubanban DTW, Usha Bazar behind Library DTW, Panchayat Para DTW, South Narayanpur DTW, Majumder para DTW within AMC North Zone under DWS Sub-Division-III, Kunjaban, Agartala during 2020-21. **DNIeT No:- 43/EE/DWS-I/ 2020-21** | ₹ 9,67,073.00 | ₹ 9,671.00 | 90 (Ninety) days | Up to 15.00 Hrs on 12-11-2020 | Rs. 1000.00 | O/o the Executive Engineer, DWS Division, Agartala-I upto 15.30 Hrs on 12/11/2020 (if possible) | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.trintkeatenders.2ov.in and / or www.tenders.2ovin at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory stinned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.trinuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.2ov.in and / or www.tenders.2ov.iii and for any query please contact :-contact:- 0381-232-5606 e-mail: dwsdivagartalal @gmail.
For and on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C-1875/2020-21

Executie Engineer DWS Division,
Agartala-1 Tripura West.

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :30/EE/DWS-I/2020-21.**
Separate sealed tenders are invited for Repair, Mtc., cleaning & washing of different dia pipe line, Operation & Mtc. of 5000 GPI-I capacity package type IRP at City Centre, Repairing of 1.35 lakh/1.00 lakh GPH capacity V.T. pump and Construction of semi permanent pump house, installation of submersible pump motor.

| Sl no | DNIT NO | Estimated Cost | Earnest Money | Cost of tender form (Non refundable) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44/EE/DWS-I/2020-21 | Rs. 4,97,513.00 | Rs. 4,975.00 | Rs.1000.00 |
| 2 | 45/EE/DWS-I/2020-21 | Rs. 2,11,313.00 | Rs. 2,113.00 | Rs.1000.00 |
| 3 | 46/EE/DWS-I/2020-21 | Rs. 4,87,899.00 | Rs. 4,879.00 | Rs.1000.00 |
| 4 | 47/EE/DWS-I/2020-21 | Rs. 4,99,590.00 | Rs. 4,996.00 | Rs.1000.00 |

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C-1877/2020-21

(N. P. akrabarti) Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala,
Tripura (W).

# লঙ্কান অধিনায়কের মূল লক্ষ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থান মাঝামাঝি, কিন্তু ওয়ানডেতে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা নিচের দিকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের এমন অবস্থানে মোটেও সন্তুষ্ট নন দলটির ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। দুই সংস্করণেই নিজেদের দেখতে চান শীর্ষ চারে।

চলতি মাসের শুরুতে র‍্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্টে ৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডেতে আটে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, রেটিং পয়েন্ট ৮৫।

নিজেদের ওয়েবসাইটকে রোববার দেওয়া সাক্ষাৎকারে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির ভাবনার কথা জানান করুনারত্নে।

"র‍্যাঙ্কিং, র‍্যাঙ্কিং ও র‍্যাঙ্কিং এটাই এখন মূল লক্ষ্য। কেবল ওয়ানডেতে নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও শ্রীলঙ্কার শীর্ষ চারে থাকা জরুরি।"

"পরোক্ষভাবে এটা দ্বারা সেমি-ফাইনাল বুঝায়, সম্ভবত শিরোপা থেকে দুই ধাপ দূরে থাকা। সেক্ষেত্রে নিজেদের দিনে ভালো করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব।"

র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের উন্নতির পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্স নিয়েও ভাবছেন করুনারত্নে। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল টেস্ট ওপেনার তিনি; ২০১৮ সাল থেকে ৪০.৯৬ গড়ে এক হাজার ৩৫২ রান করেছেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

**সন্ধ্যান চাই**
Ref. Amtali PS GDE No. 25 Dated 8/10/2020
পাশের ছবিটি শ্রী দেবাশিষ ঘোষ পিতা- বেনীমাধব ঘোষ সাং - আমতলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে, থানা- আমতলি, পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স - ৩৬ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি গায়ের রং - ফর্সা, পরনে- সাদা ও নীল রঙের গেঞ্জি ও নীল রঙের জিন্স পেন্ট। গত ২৭ -০৯-২০২০ইং তারিখ সকাল অনুমানিক ৯টা সময় নিজ বাড়ি হইতে কাউকে কোন না বলে চলে যায়। আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে নায়। অনেক খোঁজা খোঁজি করার পর ও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যাক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) আমতলি থানা - ০৩৮১ ২৩৭ ০৩৮৫

ICA/D-719/2020-21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

Ref. No.F.2(1-GAS)-AGMC/S&P/2020-21(SUB-II)
Dated: October 19th 2020.
**ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER**
On behalf of the Governor of Tripura, the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-tender for "Annual Operation & Comprehensive Annual Maintenance Contract of Medical Gas Manifold System and Medical Gas Pipeline System at the AGMC & GBP Hospital, Agartala" through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in. The tender fee (Non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment faCity provided in the Portal, any time before Bid Submission End Date using either of the supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/Credit Card. Lasi date of bid submission is 26.10.2020 up to 5:00 PM. The related details of the e-Tender can be obtained from the aforesaid website. Corrigendum/Addendum/Cancellation, if any, will be published only on the above website, and shall be deemed integral part of the NIT.
ICA/C-1880/2020-21

(Dr. Debasis Ray) Medical Superintendent AGMC & GBP Hospital,
Agartala

**PNIet No. 51 to 66/EE/DWS/BLG/2020-21**
**dated 14-08-2020**
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 03-11-2020 for 4(four) Nos. construction of pump house & laying of pipe line , 6(Six) Nos.mtc. of extension pipe line, 2Nos. rewinding pump & motor , 2 Nos. electrical accessories & 2 Nos. 10,000 GPH capacity Package type IRP under Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.
ICA/C-1882/2020-21

(Er.A.K.Das) Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

Dated, I 6th October, 2020
Sealed cover tenders in prescribed format are invited from the intending bonalied arid manufacturers/distributors/dealers (Indian Nationals) for supply of Instruments and Equipments for VDVK (Van Dhan Vikash Kendra) under Mandwi Forest Sub-Division as per terms and conditions indicated below, which will be received in the office of the Sub-Divisional Forest Officer, Mandwi Forest Sub-Division, West Tripura from 20/10/2020 in between 10.30 am to 3.00 pm in all working days and up to 3.00 pm on 28th October, 2020 from the bidders in person or post The bids shall be opened at 3.30 pm on 29/10/2020, if possible otherwise on the next working day at 11 00 am. The bidderslhisfher authorized representative may also remain present during the time of opening of the bids Details of terms and conditions to be collected from office of the undersigned from any aurkinE day w.e.1 20th October, 2020 in 281s October, 2020 or may be seen from the website at forest.trinura.goy.in

| Sl. No. | Name of the item | Specification | Quantity | Each rate (in RS) | GST (in RS) | Total rate (in RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Table sender | 6"-48" with 2 HP motor | 02 Nos. | | | |
| 2. | Stand drill | ¾" with 1 HP motor | 02 Nos. | | | |
| 3. | Hand drill | 13 mm | 02 Nos. | | | |
| 4. | Angle (hand) grinder | 4" | 02 Nos. | | | |
| 5. | Wood lath machine | 2 HP | 01 Nos. | | | |
| 6. | Compressor + | 200 lbs with 1 HP motor | 01 Nos. | | | |
| 7. | Motor Saw | 12" | 01 Nos. | | | |
| 8. | Pilot sprly gun | 500 gram | 01 Nos. | | | |

ICA/C-1887/2020-21

(KDebbarma, IFS) Sub- Divisional Forest Officer
Mandwi Forest Sub-Dtyision

Dated: Agartala,17 October, 2020
Name of the work: Laboratory Consumables for Vitiligo project, (SNIQ-1), Multi disciplinary Research Unit, AGMC and GBP Hospital, Agartala', and "Laboratory Consumables for Vitiligo project, (SNIQ-2), Multi disciplinary Research Unit, AGMC and GBP Hospital, Agartala".
Two Short notices Inviting Quotations (SNIQ) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributors. The detailed terms and conditions, the list of item/s with indicative quantity and tender documei.may be seen at AGMC college Website (www.agmc.nic.in ).
ICA/C-1900/2020-21

Principal Investigator Vitiligo
Project MRU, AGMC

## NOTICE

In continuation of this office Publication of Notice vide No.F.14-336/TW/ Stipend/2020-21/15120 dated 09.10.2020, It is hereby informed to all concerned that last date of receiving proposal is extended till 10th November, 2020 . Others terms 86 condition as available in the website www.twd.tripura.gov.in will remain unchanged.
ICA/D-716/2020-21

(L.T. Darlon) Director, Tribal
Welfare Govt. of Tripura

**MEMO**
The Bachchar Bachao Examination-2020 will be held as per following schedule for students of Class-IX and XI, who could not secure promotion to the next class, including absentees, during the last final assessment.

| Date | Day | Time | Class-IX | Class-XI |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | Monday | 11:30 AM to 02:30 PM | English | English |
| 10/11/2020 | Tuesday | 11:30 AM to 02:30 PM | Bengali/Kokborok/ Mizo/Hindi | Bengali/Kokborok /Mizo/Hindi |
| 11/11/2020 | Wednesday | 11:30 AM to 02:30 PM | Science | Philosophy |
| 12/11/2020 | Thursday | 11:30 AM to 02:30 PM | Mathematics | Mathematics/ Music |
| 13/11/2020 | Friday | 11:30 AM to 02:30 PM | Social Science | Geography |
| 17/11/2020 | Tuesday | 11:30 AM to 02:30 PM | —— | Education/ Business Studies / Physics |
| 18/11/2020 | Wednesday | 11:30 AM to 02:30 PM | -------- | Sanskrit |
| 19/11/2020 | Thursday | 11:30 AM to 02:30 PM | | Psychology/ Accountancy |
| 20/11/2020 | Friday | 11:30 AM to 02:30 PM | ------- | History/ Chemistry |
| 21/11/2020 | Saturday | 11:30 AM to 02:30 PM | --------- | Political Science/Biology |
| 23/11/2020 | Monday | 11:30 AM to 02:30 PM | | Economics |
| 24/11/2020 | Tuesday | 11:30 AM to 02:30 PM | ------- | Statistics/ Sociology |

Other details and guidelines have been given in the Memo of even number dated 19th October, 2020 and communicated to the schools.
ICA/D-721/2020-21

(U.K. Chakma)
Director, Secondary Education

## ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ১৫৪০০০ গণ্ডি

ব্রাজিলিয়া, ২০ অক্টোবর (হি. স.): করোনা মহামারী জেরে বিপর্যস্ত লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৫৩৮৩।ওই সময়ের মধ্যে নিহত ২৭১। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭২৭। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৭৬। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৫৩৮৩।ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭২৭। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জিয়ার বোলসোনারো জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক নেওয়াটা বাধ্যতামূলক নিজের নাগরিকদের জন্য করবে না সরকার। যার ইচ্ছা সে প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু বাজারে যখনই প্রতিষেধক মিলবে তা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনার থাবা থেকে রেহাই পাননি স্বয়ং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এবং তার স্ত্রী। যদিও বর্তমানে তারা করোনা মুক্ত এবং সুস্থ।

## নির্বাচনী বিতর্কসভায় বিদেশনীতি নিয়ে আলোচনা করার আর্জি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর (হি. স.): করোনা সংকটের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলছে জোড় কদমে প্রচার।সামনেই নির্বাচন। তার আগে ২২ অক্টোবরে হওয়া প্রেসিডেন্সিয়াল পদপ্রার্থীদের বিতর্কসভায় বিদেশনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চান ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতি কেমন হবে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান। এই প্রসঙ্গে কমিশন অন প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেটকে চিঠিও লিখেছেন ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে থাকা কার্যকর্তারা। বিতর্কসভা চলাকালে প্রার্থীদের মাইক যাতে মডারেটর বন্ধ করে না দিতে পারে সেই দাবিও করা হয়েছে। কমিশন ফর প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেটকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে ট্রাম্পের প্রচার ম্যানেজার বিল স্টিফিয়ান জানিয়েছেন, মার্কিনিদের ভালোর জন্য এবং ভালো বিতর্কের স্বার্থে বিদেশনীতি নিয়ে আলোচনা করার চিন্তাভাবনা করা হোক। প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কসভায় বিদেশনীতি নিয়ে আলোচনা করার ঐতিহ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। মডারেটর ক্রিস্টিন ওয়েলকার যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কে তার মধ্যে রয়েছে করোনা, মার্কিনি পরিবার, আমেরিকান বর্ণবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, জাতীয় নিরাপত্তা, নেতৃত্ব। ফলে এখানে কোন ভাবেই বিদেশনীতিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার মডারেটরের ক্ষমতা প্রসঙ্গে চিঠিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে এমন ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ চলতে থাকলে এই বিতর্কসভা পক্ষপাতিত্বে পরিণত হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেটের দ্বিতীয় রাউন্ড বাতিল হয়ে গিয়েছিল যেহেতু ট্রাম্প করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর তৃতীয় রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে ২২ অক্টোবর ন্যাশভিলে।

## রক্তদানের মাধ্যমেই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ঃ খাদ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন খোয়াই মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজ খোয়াই'র স্বপনপুরী অতিথি নিবাসের কনফারেন্স হলে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন খাদ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রক্তদান মহৎদান, এর থেকে বড়দান আর কিছুই হতে পারে না। একজনের রক্ত অন্যজনের প্রাণ বাঁচাতে পারে এবং রক্তদানের মাধ্যমেই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তিনি বলেন, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে রক্তদানের মত মহৎ প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মধ্যদিয়ে গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সাংবাদিকগণ পেশার বাইরে গিয়ে সমাজের জন্য কিছু করতে ও রোগীর রক্তের সমস্যা সমাধানে এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। অনুষ্ঠানের জিলা পরিষদ সদস্য সুব্রত মজমদার, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত। নিউজ ভ্যানগার্ডের সম্পাদক সেবক ভ-াচার্য, জেলা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত জেলা হাসপাতাল সুপার ডা. অরিন্দম দেববর্মা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মহকুমা কমিটির সম্পাদক শেখর ভ-াচার্য। অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর দাস, মনোজ দেব, পশ্চমি গণকী প'ায়েতের উপপ্রধান অনিমেষ নাগ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জার্নালিস্ট ইউনিয়ন মহকুমা কমিটির সহ সভাপতি বাসুদেব ভ-াচার্য। রক্তদান শিবিরে ১৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বলে ভারপ্রাপ্ত জেলা হাসপাতাল সুপার ডা. অরিন্দম দেববর্মা জানান।

## জগৎপুরে মার্কেট স্টলের শিলান্যাস করলেন সাংসদ প্রতিমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জগৎপুরে মার্কেট স্টলের শিলান্যাস করলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।এদিন মার্কেট স্টলের শিলান্যাস করে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন রাজ্য সরকার প্রতিটি বেকার যুবক যুবতীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন এলাকায় মার্কেট স্টল তৈরি করে বেকারদের পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বেকার যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতা রয়েছে।প্রত্যেকেই সরকারী চাকুরীর আশায় না ঘুরে স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন সংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন বেকার যুবক যুবতীরা স্বাবলম্বী হলে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেকারদের মার্কেট স্টল তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।পাশাপাশি বেকাররা যাতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

## বর্তমান সরকার শিক্ষার বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে বর্তমান রাজ্য সরকার সদর্থক চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করছে। বর্তমান ছাত্র সমাজকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলেই সবকা সাথ, সবকা বিকাশ যেমন বাস্তবায়িত হবে তেমনি সবার বিশ্বাস অর্জন করাও সম্ভব হবে। আজ আগরতলার রাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের ফলক উন্মোচন ও প্রদীপ প্রজ্জলন করে উদ্বোধন করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, গুণগত শিক্ষার জন্য গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমান সরকার শিক্ষার বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। নতুন সরকারের আড়াই বছর সময়কালেই এনসিইআরটি সিলেবাস চালু, এপ্রিল থেকে মার্চ শিক্ষাবর্ষ, ৪,৪০০টি বিদ্যালয়ের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশপত্র, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্পোকেন ইংলিশ, বছর বাঁচাও কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এনসিইআরটি-র মাধ্যমে ৩০,০০০ শিক্ষকের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আক'ষ্ট করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা, সুপার ৩০ চালু করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ট্রিপল আইটি, ৩৪টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্ল্যাসমেন্ট সেল, টিআইটি-তে এমটেক, ৪টি নতুন ডায়েট কলেজ চালু করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, কাউন্সিলার ডালিয়া সিংহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিআরটিসি-র চেয়ারম্যান দীপক মজমদার, ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস কুমার দেব প্রমুখ।

## শারদোৎসব উপলক্ষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারকার শারদোৎসব ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে এক কঠিন চ্যালে' নিয়ে এসেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে আমরা আমাদের অনেক স্বজনকে হারিয়েছি। প্রতিদিন এই সংকটকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। তাই সার্বজনীন উৎসবের আনন্দ আজ অনেকাংশেই মিয়মান।

সংকটকালীন আবহে আমাদের সকলের উচিত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা। বিশেষ করে ভিড় এড়িয়ে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধি এবার শারদোৎসবের সুরক্ষার মুখ্য বিষয়। সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রত্যেকের সচেতনতাই উৎসবের দিনগুলি এবং তার পরবর্তী সময়কালকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পারে।

দেবী দশভূজা মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা এই সংকটকাল থেকে মা যেন আমাদেরকে মুক্ত করেন। উৎসবের আনন্দ যাতে সবার ঘরে ঘরে বিরাজ করে মায়ের সেই আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সকলের শারদ অবকাশ আনন্দময় ও সুস্থতায় পরিপূর্ণ হোক এবং নিরাপদে শান্তিপূর্ণভাবে সবার সহযোগিতায় উৎসবের দিনগুলি কাটুক সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।

## ৭ দফা দাবিতে বিএমএসের মিছিল আগরতলায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ গঠন করে শ্রমিকদের পারিবারিক এবং ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা, পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা, মোটর স্ট্যান্ড গুলি যাত্রী সেড এবং শৌচালয় আধুনিকীকরণ করা সহ ৭ দফা দাবিতে মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখ থেকে প্রদেশ ভারতীয় মজদুর সংঘ একটি মিছিল শহরের সংঘটিত করে। মিছিলের মূল দাবি ছিল ৭ দফা দাবির শ্রমিকদের স্বার্থ পূরণ করার। পরবর্তী সময়ে একটি প্রতিনিধি দল মহাকরণে পরিবহন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের সাথে সাক্ষাত করে দাবিগুলির উত্থাপন করেন। পরিবহনমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় জানান দাবিগুলি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখা হবে। এদিন প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক অসীম দত্ত, সভাপতি শংকর দেব, সুমন শীল, ডি কলই। পাশাপাশি পরবর্তী সময় দপ্তরের সচিব -এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে প্রতিনিধি দল।

## গন্ডাছড়ায় জন জাগরণ রেলী জনজাতি মোর্চার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ অক্টোবর।।** ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালি গন্ডাছড়া মন্ডলের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে মঙ্গলবার জন জাগরণ রেলী অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন দুপুর দুইটা নাগাদ গন্ডাছড়া হরিপুর মোটরস্টেন্ড থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটা মিছিল গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গন্ডাছড়া সবজী বাজারে এসে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোলামি, পার্টির ধলাই জেলার সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা, গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, জনজাতি মোর্চার গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি মধু কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা তার ভাষনে বলেন

## কদমতলায় সীমান্তে গবাদী পশু আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** কদমতলা থানা এলাকার ইয়াকুব নগর সীমান্তে আবারও চারটে গরু আটক করল বিএসএফ জওয়ানরা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে পাচারকারীরা চারটি গরু পাচারের চেষ্টা করছিল। বিএসএফের টহলদারি বাহিনী ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এগিয়ে যায়। বিএসএফের তাড়া খেয়ে পাচারকারীরা গরু ফেলে পালিয়ে যায়। সীমান্ত এলাকা থেকে গরু গুলি উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধার করা গরু গুলি কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত গরু পাচারের চেষ্টা করে চলেছে গরু পাচারকারীরা। বিএসএফের টহলদারি বাহিনী ও পাচারকারীদের প্রয়াস ব্যর্থ করে।গত দুই মাসের মধ্যে কয়টি ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা।এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

## করোনার ধারা অব্যহত ভারতে, দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত ৪৬, ৭৯১

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি. স.): উৎসবের মরসুমে করোনার ধারা দেশজুড়ে অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৬, ৭৯১। ওই সময়ের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে ৫৮৭। ফলে দেশজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ০৬৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৩৮। করোনা থেকে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩২৯। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ১৯৭। মহারাষ্ট্রে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৬৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৩ লক্ষ্য ৬৯ হাজার ৮১০। মহারাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২১১৫। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কর্ণাটক। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ০৯ হাজার ২৮৩। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮২৫। করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৪৭৮। দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ হাজার ২৯২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩ লক্ষ ০১ হাজার ৭১৬। নিহত ৬০০৯। করোনার জন্য যে সকল রাজ্যগুলির অবস্থা সবথেকে খারাপ অবস্থায় হয়েছে সেগুলি হল মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিআইএম এক ডেপুটেশন র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি-নিজস্ব।

## কৈলাসহরে কংগ্রেসের র‍্যালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ অক্টোবর।।** আজ বিকাল চারটায় জেলা কংগ্রেসের এক বিক্ষোভ রেলি প্রতিবাদ সভা হয়। প্রায় ৪ হাজার মানুষ এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেন। কৃষি আইন বাতিল, উত্তরপ্রদেশের মহিলা খুন ও ধর্ষণ আক্রমণ, আইন শৃঙ্খলা অবনতি বৃদ্ধ ভাতা বাতিলের প্রতিবাদে কৈলসৈহরে রেলি করা হয়। রেলিতে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস সভাপতিমোহাম্মদ বদরুজ্জামান, জাহিদুল ইসলাম, সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। প্রায় ৪ হাজার মানুষ পুরুষ ও মহিলা এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেন । ছাতা, নাঙ্গল, ট্রাক্টর সহ কৃষকদের সাজিয়েই রেলি করা হয়।রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

## আগরতলায় মদ বিরোধী অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় মদ বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে পুলিশ।রামনগরের পিসি ইটভাটা ও ক্যান্টনমেন্ট রোড এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ এবং রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ ও দেশী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মদ বিরোধী অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দৃষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। আগামী দিনগুলিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।উল্লেখ্য শারদ উৎসব কে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যেই অভিযান জোরদার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

## বড়পাথরি সিপিআইএমপার্টি অফিসে ভাঙচুব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** বড় পাথরি সিপিআইএমপার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে দুর্বৃত্তরা পার্টি অফিসের তালা ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবতীয় জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় সিপিআইএমের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিআইএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ এবং দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা হুজ্জোতি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।অবিলম্বে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

## উদয়পুরে কৃতিদের সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ অক্টোবর।।** আন্তর্জাতিক বিশ্ব কন্যা দিবস উপলক্ষে আজ উদয়পুর জামতলা টাউন হলে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক-২০২০ ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০২০ পরীক্ষায় মোট ২২জন কৃতি শিক্ষার্থীকে মানপত্র এবং পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধান সভার তিন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিপ্লব কুমার ঘোষ ও রতন ভৌমিক, উদ্বোধক হিসেবে গোমতি জলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী , ডি এম গোমতি টি কে দেবনাথ ,গোমতি পুলিশ সুপার লাকি চৌহান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , জেলা শিক্ষা আধিকারিক শুভ রনন দাস, সি এম ও- নীরু মোহন জমাতিয়া প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন ডেপুটি ডিরেক্টর বিজন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের শুভ সূচনা হয়।

## উদয়পুরে নিহত রাকেশ শর্মার বাড়িতে গেলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ অক্টোবর।।** গত রবিবার রাত ৯ টা নাগাদ মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রপুর কলোনি এলাকায় বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী রাকেশ শর্মা কে সিপিএম এর ঘাতক বাহিনী নিশংস ভাবে খুন করে বলে অভিযোগ। আজ দুপুর ১ টা নাগাদ বিজেপি দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত এবং গোমতী জেলার সভাপতি অভিষেক দেব রায় নিহত রাকেশ শর্মার বাড়িতে আসেন। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। পাপিয়া দত্ত বলেন তিনি বাকরুদ্ধ। সিপিএম দল বিগত দিনে ক্ষমতায় থেকে রাজ্যকে রক্তে লাল করেছে এবং এখনও তা করতে চাইছে। রাজ্যে আবারও একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান পাপিয়া দত্ত।

## ঐকতান যুব সংস্থার বিশেষ আয়োজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।।** দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবছর রাজ্য সরকারের যে বিধি নির্দেশিকা আছে সেই নিয়ম মেনে এবার পুজো করছে শান্তি পাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা। প্রবাসীদের সুবিধার্থে শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা অনলাইনে মায়ের অঞ্জলি ও দর্শনের ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। আগামী ষষ্ঠী থেকে নবমী পূজা পর্যন্ত অনলাইনে অঞ্জলি ও দর্শন -এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পূজা কমিটি সম্পাদক সুজিত রায়। তিনি আরো বলেন, পুজোতে দর্শনার্থীদের অবশ্যই মাক্স পরিধান করে আসতে হবে।পাশাপাশি পুজো মণ্ডপ নিয়মিত সেনিটাইজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবছর চাঁদা সংগ্রহ না করে ঐকতান যুব সংস্থা পুজো অনুষ্ঠিত করবে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা আহ্বান জানান তিনি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার, সভাপতি পি বণিক সহ অন্যান্যরা।

## আবর্জনার স্তুপে আগুন বিশালগড়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ অক্টোবর।।** বিশালগড়ের ব্রিজ চৌমুহনিতে মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তুপে হঠাৎ আগুন লাগে। আগুন থেকে স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ছুটে এসে আগুন নেভায়। এর ফলে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পার্শবর্তী দোকানপাটগুলি। জানা গেছে, রাস্তার পাশে দিনের পর দিন আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে। অসতর্কতাবসত হয়ত কেউ বিড়ি সিগারেট খেয়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

## শোপিয়ানে শিহরণ! নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ২০ অক্টোবর (হি. স.): জঙ্গি দমনে বড়োসড়ো সাফল্য। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে নিকেশ দুই জঙ্গি। সোমবার রাতে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের মেলহরা বিজবেহারায় যৌথ অভিযান চালায় সিআরপিএফ, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জওয়ানরা। গোটা এলাকাটিকে দিয়ে ঘিরে ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। সামরিক পরিভাষা এই ধরনের অভিযান কর্ডন অর্ডার এন্ড সার্চ অপারেশান বলা হয়। অর্থাৎ গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে তল্লাশি চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন সোমবার রাতেই নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। সেই রাতেই নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে এক জঙ্গি নিকেশ হয়। পরে আরও বাহিনী মোতায়েন করা হয় ঘটনাস্থলে। সারারাত ধরে চলে অভিযান। মঙ্গলবার সকালে সূর্যের আলো ফেঁটা মাত্র ফের শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই এদিন সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অপর এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে শোপিয়ানে নিকেশ দুই জঙ্গি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযান এখনো চলছে বলে জানা গিয়েছে।

## করোনায় আক্রান্ত সোনীয়া গান্ধীর পিএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর।।** কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী সোনীয়া গান্ধীর পিএ মাধবন করোনা সংক্রমিত হলেন। মঙ্গলবার তাঁর আরসিপিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে তিনি পজেটিভ চিহ্নিত হয়েছেন। নয়াদিল্লি ১০ জনপথ স্থিত সোনীয়া গান্ধীর বাসভবন তথা অফিসে তাঁর এন্টিজ্যান পরীক্ষা করা হয়। এই অফিসের সমস্ত কর্মীদের পরীক্ষা করা হয়েছে। যদিও তাদের রিপোর্ট আসেনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সোনীয়া গান্ধীর বাসভবন তথা অফিসে। ওই বৈঠকে বিহার নির্বাচন ও অন্যান্য রাজ্যের উপনির্বাচন নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব।

## দরিদ্রের চরম অবস্থায় রামচন্দ্র রিয়াং এর পরিবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ অক্টোবর।।** ভোট আসে ভোট যায় আর মুঠোয় ভরা রাজনৈতিক নেতাদের থাকে প্রতিশ্রুতি আর। তারপরও রিয়াং জনজাতি হতদরিদ্র জুমিয়া রামচন্দ্র রিয়াং এর ভাগ্যে জোটেনি একটি সরকারি ঘর। প্রতিবছরই বর্ষা মরশুমে ছন বাশের এই টং ঘরে এক অনিশ্চিয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটতে হয় পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। ঘটনায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এর অধীন কাকরা ছড়া এডিসি ভিলেজের তথা হাজরা পাড়া এলাকায়। ওই এলাকার দিনমজুর তথা হতদরিদ্র জুমিয়া রামচন্দ্র রিয়াং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোনভাবে দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে দিন গুজরান করে চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। রেগার কাজ আর বিপিএল কার্ডের সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানের চাউল দিয়ে কোনভাবে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে তাদের সংসার। কিন্তু রামচন্দ্র বাবুর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা একটি সরকারি ঘর পাওয়ার। কিন্তু আজ তার দেখা মিলেনি।

## করোনা কালে বিনা চাঁদায় পূজা রকেট ক্লাবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ অক্টোবর।।** তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীনে হদ্রাই এলাকাটি ঘন উপজাতি বসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত তেলিয়ামুড়া মহকুনা বাসীদের কাছে। স্থানীয় মানুষজনদের নিয়েই হদ্রাই এলাকার রকেট ক্লাব ৮ম বারের মত দুর্গা পুজো করবে। ক্লাবের কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায় তারা নিজেদের চাঁদা দিয়েই এবারের পূজা অনুষ্ঠিত করবে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ও চাঁদা তুলবে না। এজন্য এই ক্লাবের কর্মকর্তারা পুজো মন্ডপের পাশেই একটি স্টোর রুম তৈরি করে। গ্রামবাসীরা নিজেদের সাধ্যমত বিভিন্ন সামগ্রী দান করছেন এই স্টোর রুমে এসে। অন্যদিকে ক্লাবের কর্মকর্তারা নিজেরাই নিজেদের মতো করে মন্ডপ তৈরি করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।